মার্কিন সেনার ভিডিওতে গাজায় মসজিদে আগুন লাগানোর চিত্র

সারে-জমিন

ধান গাছের চারা লাগিয়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

আমেরিকা ও চিনের কাছে মোদি-পুতিনের বন্ধুত্বের অর্থ

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্র-ছোটগল্পে দুই কিশোরের মৃত্যু: কিছু প্রশ্ন

রবি-আসর

ডায়মন্ডহারবারের বিরুদ্ধে ড্র করল মহামেডান

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
৪ আগস্ট, ২০২৪
১৯ শ্রাবণ ১৪৩১
২৮ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 210 ■ Daily APONZONE ■ 4 August 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

জ্ঞানবাপী: বারানসী কোর্টে পরবর্তী শুনানি ১৭ আগস্ট

আপনজন ডেস্ক: শনিবার বারানসীর একটি আদালত জ্ঞানবাপী মসজিদ কমপ্লেক্সে ব্যাসজির বেসমেন্টের ছাদের উপর দিয়ে মুসলিম ভক্তদের হাঁটা বন্ধ করার জন্য হিন্দু আবেদনকারীদের দায়ের করা আবেদনের সংক্ষিপ্ত শুনানি করে এবং ১৭ আগস্ট পরবর্তী শুনানির জন্য বিষয়টি তালিকাভুক্ত করে। শুনানির সময় বিবাদী মুসলিম পক্ষের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। মুসলিম পক্ষ পরবর্তী তারিখে এই বিষয়ে তার যুক্তি উপস্থাপন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আবেদনকারীদের আইনজীবী মদন মোহন যাদব জানান, জেলা আদালতের নির্দেশে ৩১ জানুয়ারি ব্যাসজির বেসমেন্টে পুজো শুরু হয়। হিন্দু পক্ষের দাবি, মুসলিমরা ছাদে হেঁটে প্রার্থনা করেন, যা উপাসনালয়ের জন্য উপযুক্ত নয়। বেসমেন্টের ছাদ ও পিলারগুলো খুবই ভঙ্গুর এবং ধসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই মুসলিম ভক্তদের ছাদে হাঁটতে নিষেধ করা হোক এবং ছাদ ও স্তম্ভগুলির প্রয়োজনীয় মেরামত করা হোক।

দাড়ি রাখায় ছাত্রকে বহিষ্কার করল যোগী রাজ্যের কলেজ

আপনজন ডেস্ক: উত্তর প্রদেশের বরেলির একটি ইন্টার কলেজ থেকে এক মুসলিম শিক্ষার্থীকে দাড়ি রাখার কারণে বহিষ্কার করা নিয়ে ব্যাপক শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে। হবিগঞ্জের আজাদ নৌরাং ইন্টার কলেজের শিক্ষার্থী ফরমান আলির বহিষ্কার নিয়ে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর হইচই শুরু হয়েছে হিন্দি দৈনিক অমর উজালা পত্রিকায় এ নিয়ে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, বহিষ্কৃত ছাত্রের বড় ভাই জিশান আলি মুখ্যমন্ত্রী ও জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে। জিশান আলির অভিযোগ, মহল্লা নাই বস্তির বাসিন্দা ফরমানকে দাড়ি কামানোর জন্য চাপ দেন কলেজের প্রিন্সিপাল রাম আচল খারওয়ার। না মানায় গত এক মাস ধরে ফারমানকে বহিষ্কার ও ব্যর্থতার হুমকি দেওয়া হয়। ভাইরাল হওয়া ভিডিও সূত্রে জানা যায় ৩১ জুলাই ফরমান দাড়ি অক্ষত অবস্থায় কলেজে এলে অধ্যক্ষ তাকে ক্লাস করতে দিতে অস্বীকার করে বলেন, এটি একটি কলেজ, মাদ্রাসা নয়। তাই দাড়ি কেটে আসা উচিত। জেলা স্কুল ইন্সপেক্টর দেবকী সিং অভিযোগেরর পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠু ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের আশ্বাস দেন।

ঘনিয়ে আসছে প্রবল দুর্যোগ

আপনজন ডেস্ক: আগামী সাত দিন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। নিম্নচাপের প্রভাব সরে যাওয়ায় দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে রবি ও সোমবার। মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে পশ্চিমের জেলাগুলিতে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা । শনিবার আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত এই খবর জানান। তিনি বলেন, উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলবে আগামী বুধবার পর্যন্ত। রবিবার থেকে মঙ্গলবার দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকবে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায়। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে গভীর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে শক্তিশালী হয়ে উত্তর ঝাড়খন্ডে অবস্থান করছে। আগামী ২৪ ঘন্টায় পুরোপুরি ঝাড়খন্ড হয়ে বিহারে সরে যাবে এই নিম্নচাপ। এটি ক্রমশ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। অভিমুখ মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশ।মৌসুমী অক্ষরেখা আজমের গোয়ালিয়ার সিদ্ধির পর নিম্নচাপ এলাকার ওপর দিয়ে বাংলার বাঁকুড়া ও ক্যানিং হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব হয়ে উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব পশ্চিম অক্ষরেখা উত্তর রাজস্থান থেকে দক্ষিণ অসম পর্যন্ত বিস্তৃত যেটি ঝাড়খন্ড এবং নিম্নচাপ এলাকার পর উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে গেছে। দক্ষিণবঙ্গতে শনিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা , নদিয়া জেলাতে। বজবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হবে কলকাতা, উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ হাওড়া, বীরভূম এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। সোমবার কোন সতর্কবার্তা নেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির জন্য। মঙ্গলবার ফের ভারী বৃষ্টি হতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গে গত কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির প্রভাব পড়বে। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলার নিচু এলাকা প্লাবিত হতে পারে। ভারী ও অতি ভারী বৃষ্টিতে দৃশ্যমানতা কমতে পারে। শহর এলাকায় যানজট ও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গতে শনিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হবে মালদা উত্তর দক্ষিণ দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলাতেও।

ওয়ানাডে স্বল্প দূরত্বের মধ্যে ‘সহাবস্থানে’ শেষকৃত্য গির্জা, মসজিদ, মন্দির চত্বরে

মেপ্পাডি জুমা মসজিদ চত্বরের কবরস্থানে খবর খোঁড়া চলছে।

মেপ্পাডির মারিয়াম্মান কোভিলে মন্দিরের কাছে শ্মশানে দাহের ব্যস্ততা।

মেপ্পাডির ইমানুয়েল সিএসআই গির্জা চত্বরের সমাধিক্ষেত্র।

আপনজন ডেস্ক: কেরলের মেপ্পাডি শহরে ৪৮ ঘন্টার ব্যবধানে আধ কিলোমিটারের মধ্যে তিনটি ধর্মীয় সমাধিস্থল ওয়ানাডে বিধ্বংসী ভূমিধসে প্রায় ১০০ জন ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য চির বিশ্রামের স্থান হয়ে উঠেছে। ট্র্যাজেডিতে মৃতের সংখ্যা ৩০০ ছাড়িয়ে যাওয়ায় এই সমাধিস্থলগুলি আরও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত। স্বেচ্ছাসেবীরা প্রতিটি মৃত ব্যক্তিকে সম্মানের সাথে তাদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে বদ্ধপরিকর। মেপ্পাডি জুমা মসজিদে স্বেচ্ছাসেবকরা দ্রুত দাফনের জন্য দল গঠন করেছেন। ৩০ জুলাই থেকে মসজিদের কবরখানায় ৫৩টি মৃতদেহ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৮ জনকে ইতিমধ্যে সেখানে দাফন করা হয়েছে এবং ১৫ জনকে অন্যান্য মসজিদের করস্থানে পাঠানো হয়েছে। মসজিদের পিছনে সামস্থ কেরালা সুন্নি স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এসকেএসএসএফ) এবং প্রতিনিধির স্বেচ্ছাসেবকরা গোসল, মৃতদের দাফনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আচার পালন করতে শিবির স্থাপন করেছেন। মসজিদের অপর পাশে একটি পাহাড় রয়েছে যা ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্তদের সমাধিস্থল হিসাবে কাজ করে। স্বেচ্ছাসেবকরা অক্লান্ত পরিশ্রমে পাহাড়ের চূড়ায় কবর খুঁড়ছেন, ত্রিপলের চাদর বৃষ্টি থেকে রক্ষা করছেন এবং কবরে জল ঢোকা বন্ধ করছেন। প্রতিটি কবরে কাঠের তক্তা নিয়োজিত করা হয়েছে। সেগুলি আসার সাথে সাথে মৃতদেহগুলি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত। মেপ্পাডি জুমা মসজিদ কমিটির সভাপতি মহম্মদ কুট্টি বলেন, জায়গা সংকটের কারণে আমরা একটি কবরে সর্বোচ্চ তিনজনকে দাফন করি।আমরা এই সপ্তাহে আরও মৃতদেহ আশা করছি। কারণ অনেককে নীলাম্বুর থেকে আনা হচ্ছে এবং মেপ্পাডি হাসপাতালে ময়নাতদন্তের অপেক্ষায় রয়েছে। নীলাম্বুর থেকে আগত লাশগুলো পচে গেছে বলে জানিয়েছেন মসজিদ কর্তৃপক্ষ। ১ আগস্ট পর্যন্ত চালিয়ার নদীতে ৫৮টি মৃতদেহ ও ৯৭টি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাওয়া গেছে। চুরালমালা ও মুন্ডাক্কাই থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে নীলাম্বুরে ৩০টিরও বেশি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। ট্র্যাজেডির পরে তৃতীয় দিনে উদ্ধার হওয়া প্রায় সমস্ত মৃতদেহ পচে গেছে, অঙ্গগুলি পৃথক করা হয়েছে। মহম্মদ কুট্টি আরও বলেন, এই ধরনের মৃতদেহ অন্যান্য মৃতদেহের মতো পরিষ্কার করা যায় না, তাই আমরা মাটি (তায়াম্মুম) ব্যবহার করে ধর্মীয় শেষকৃত্য করি এবং তারপরে তাদের কবর দিই। স্বেচ্ছাসেবীরা অবশ্য বলছেন, পচাগলা লাশ নিয়ে কাজ করার সময় তাঁরা কোনও বিতৃষ্ণা বোধ করেন না। মুস্তাফা নামে এক স্বেচ্ছাসেবক বলেন, আমরা যখন যে অবস্থাতেই লাশ গ্রহণ করি না কেন, তখন আমাদের হৃদয় দুঃখে ভরে যায়, অন্য কিছু নয়। আমরা তাদের যত্ন নিই এবং তাদের এমনভাবে কবর দিই যেন তারা আমাদের প্রিয়জন।এই স্বেচ্ছাসেবকদের অন্যান্য পেশা রয়েছে এবং সমাধিস্থলে সহায়তা করার জন্য তাদের কাজ থেকে বিরতি নিয়েছে। সকেএসএসএফের স্বেচ্ছাসেবক আলী বলেন, ‘আমার কাঠের ব্যবসা রয়েছে এবং ৩০ তারিখ থেকে আমি এখানে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার জন্য বিরতি নিয়েছি। জুমা মসজিদ থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে মেপ্পাদি মরিয়ম্মান কোভিল মন্দির শ্মশান, যেখানে সেবা ভারতী এবং মন্দির কমিটি শেষকৃত্যের আয়োজন করছে। গত ৩০ জুলাই থেকে এ পর্যন্ত ৩৭টি লাশ এখানে দাহ করা হয়েছে।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM (3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

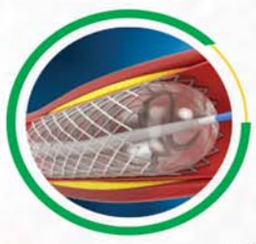

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

ডেঙ্গি আক্রান্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সেঞ্চুরি পার করেছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। চিন্তা বাড়িয়েছে ক্যানিং মহকুমা ও ভাঙড়। কারণ জেলার মোট আক্রান্তের মধ্যে একটা বড় অংশই এই এলাকার।

বারুইপুরেও গতবারের তুলনায় এবারে আক্রান্তের সংখ্যাতেও খুব একটা হেরফের হয়নি সেখানে। এদিকে চলতি মরশুমে ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাব যাতে বৃদ্ধি না পায়, তার জন্য জেলায় প্রায় ৫০ লক্ষ গাপ্পি মাছ ছাড়া হবে বলে ঠিক হয়েছে। এই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে বলে খবর। স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে খবর, বারুইপুর ব্লকে এখনও ১৩জন আক্রান্ত হয়েছেন। সোনারপুর ও কুলতলি ব্লকে পাঁচ, জয়নগর ১ নম্বর ব্লকে ছয়জন, জয়নগর ২ ব্লকে একজন আক্রান্ত। এদিকে ভাঙড়ে ডেঙ্গি পরিস্থিতি কিছুটা হলেও উদ্বেগের বলে মনে করছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। ভাঙড় ১ ব্লকে ১৬ এবং ২ ব্লকে আটজন আক্রান্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, গত বছরে ক্যানিং মহকুমায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১৭। এই বছরে তা দ্বিগুণের বেশি হয়ে ৪৬ হয়েছে। কানিং ১ ব্লকে ইতিমধ্যেই আক্রান্ত ২১ জন। রাজপুর-সোনারপুর পুরসভায় গত বছরে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছিলেন ১২ জন। এবার তা বেড়ে হয়েছে ১৪।

শিবপুর সাব ট্রাফিক গার্ডের নয়া ভবন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন:হাওড়া সিটি পুলিশের শিবপুর সাব ট্রাফিক গার্ডের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন করলেন হাওড়ার নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী। শনিবার সকালে ওই অনুষ্ঠানে জয়েন্ট সিপি, ডিসি হেড কোয়ার্টার, ডিসি সেন্ট্রাল, ডিসি ট্রাফিক সহ পুলিশের পদস্থ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এদিন এর পাশাপাশি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী বলেন, শিবপুর সাব ট্রাফিক গার্ডের নবনির্মিত ভবন তৈরি হওয়ায় ট্রাফিক কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে। এটা একটা টিম ওয়ার্ক। টিম ওয়ার্ক না থাকলে এই কাজ করা সম্ভব ছিল না।

বেগর খাল পাড় দখল নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ মেয়রের

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: বেগর খাল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন,কিছু জায়গায় খালগুলো দখল হয়ে যাচ্ছে। খাল হচ্ছে কলকাতার জল বার করার জন্য। কেউ গ্যারেজ করে নিচ্ছে। এটা নিয়ে আমি পুলিশ প্রশাসনকে চিঠি দিয়েছি। আমি আবার পুলিশ কমিশনারকে বলব। যখন হচ্ছে তখন যদি আমরা আটকাই তাহলে কাজ হবে। এটা নিয়ে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করব। দলীয় কার্যালয় নয় ,এখন গ্যারেজ রয়েছে। সেটা দখল করা হয়েছে। শহরে বেআইনি বাড়ি প্রসঙ্গে মেয়র বলেন,এখন কোনো বেআইনি বাড়ি হচ্ছে না। আমাদের লক বুক সিস্টেম চলেছে। এখনে কোথাও বেআইনি বাড়ি হচ্ছে না। একটা দুটো জায়গায় হচ্ছে। সেটা অভিযোগ আসছে। যারা অভিযোগ করছে তাদের কাছে যাওয়া হচ্ছে। পুরোনো বাড়ি ভেঙে গেছে তার পাশের বাড়ি হচ্ছিল। কোনো ঘুর পথে অনুমোদন পাচ্ছে না। কারোর সম্বন্ধে বললে হয় না। ওয়েবসাইট তালিকা থাকে। থানায় কমপ্লেইন করে ।আবার ব্ল্যাক মেলিং করছে। ডেঙ্গি প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, এখনও পর্যন্ত ৮৩৩ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত ।দেরি করে বর্ষা এসেছে ।তার কারণে হচ্ছে। গ্রাম গঞ্জ উন্নয়ন হচ্ছে ফলে আর মাঠ ঘাট নেই। সমস্ত পৌর সংস্থাকে বলা হচ্ছে ,যে সিএমএইচও দের বলা হয়েছে ।কলকাতা পৌর সংস্থা মত স্প্রে করতে বলা হয়েছে। কলকাতা কোথাও পুকুর ভরাট হচ্ছে না ।হলেই আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। হলদিরাম সংলগ্ন ও ভিআইপি রোডে জল জমা প্রসঙ্গে মেয়র বলেন,আগে হলদিরাম থেকে বাইপাস তৈরি করার সময় ড্রেইনেজ তৈরি করা হয়নি। এখন বাইপাস ধরে একটা নতুন পরিকল্পনা করা হচ্ছে। শীতকালের এই কাজ শুরু হবে। হরকা বানের জন্য একটু জল জমছে। কলকাতা পৌর সংস্থার প্রস্তুত বলে জল জমার ছবি কোথায় দেখানো যাচ্ছে না। পাতিপুকুরে চিরকালই জল জমে থাকে। জল জমা নিয়ে আমার ডি জি এবং মেয়র পরিষদ তারক সিংহ কাজ করছেন বলে আগের পরিমাণে এখন জল জমছে না।

পুকুর ভরাটে পদক্ষেপ মুর্শিদাবাদ পুরসভার

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের সাহানগর মৌজায় ছোট্ট পুকুর আর্থাৎ ডোবা ভারটের অভিযোগ উঠেছিল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মুর্শিদাবাদ পুরসভা ভবন থেকে ২০০ মিটারের দূরত্বে এই ডোবা ভরাট করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

মুর্শিদাবাদ পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ড সাহানগর মৌজার ১৭৩ হালদাগ ডোবা হিসেবে পরিচিত বহুদিন ধরে। একদল দুষ্কৃতি দিন কয়েক আগে রাতের অন্ধকারে সেই ডোবা ভরাট করে।

এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা তথা মুর্শিদাবাদ শহর কংগ্রেস সভাপতি অর্ণব রায় বলেন, 'আমাদের সাহানগর মৌজার নিকাশি ব্যবস্থার অন্যতম জায়গা এই পুকুরটি। একসময় সেখানে মাছ চাষ হতো। কিছুদিন আগে সেই পুকুরটি ভরাট করতে শুরু করে কিছু দুষ্কৃতী। পুরসভা এবং মহকুমা শাসককে বিষয়টি জানানোর পর তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।'

অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ পুরসভার পুরপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, 'যেদিন ডোবা টি ভরাট হয়, সেদিন মৌখিক অভিযোগ পেয়ে পুরসভার কর্মীদের পাঠানো হয়েছিল সেখানে, যারা ভরাট করছিল তারা কোনোরকম অনুমতি পত্র দেখাতে পারেনি। পরের দিন স্থানীয় বাসিন্দাদের গণসাক্ষরের সাথে অভিযোগ পেয়ে বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি করে বিষয়টি জানানো হয়েছে। মুর্শিদাবাদ পৌর এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটলে পৌরসভা চুপ করে বসে থাকবে না। আমরা সবসময় এই কাজের বিরুদ্ধে। যারা এটি করছিল, তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'ইতিমধ্যে বিভিন্ন দপ্তরে বিষয়টি জানানোর পর তদন্ত শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

৪০ কেজির কাঁঠাল ফলালেন গুণধর

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের বিশিষ্ট কৃষি বিশেষজ্ঞ চাষী গুণধর সাহানার গুণধর কীর্তি চাষি মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে । এর আগে পূর্ব বর্ধমানের রায়না ২ এর নন্দনপুর গ্রামের বাসিন্দা বড় মাপের পিয়াজ, বড় মাপের আলু,বড় মাপের মুলো ও জারবেরা ফুল চাষ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

কৃষি বিভাগ , রাজ্য সরকার অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে বহু পুরস্কারে তিনি সম্মানিত হয়েছেন। কৃষিজাত ফসল উৎপন্ন করে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ফসল উৎপন্ন করে তিনি রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। তার তৈরি জারবেরা ফুল রাজ্যের মন্ত্রী মহল থেকে শুরু করে বহু জায়গায় প্রশংসিত হয়েছে।। জেলা শাসক থেকে শুরু করে বহু কৃষি আধিকারিক তার বাগান কৃষি ফার্ম পরিদর্শন

করেছেন। গুণধর এর বাগানে চার ফুট কাঁঠাল যার ওজন চল্লিশ কেজি তৈরি করে গোটা এলাকাবাসীর কাছে একটি দর্শনিয় জিনিস হয়ে গেছে। কৃষি বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন যে গুণধর সাহানার কীর্তি গোটা রাজ্য তথা দেশে বিরল কীর্তি স্থাপন করছে।তার উৎপাদিত ফসল যেমন খাদ্য সংকট মিটবে এবং চাষিরা অনেক ক্ষেত্রে লাভবান হবে। যদিও এ গুণধর সাহানার কীর্তি সমাজে একটা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। দেশীয় পদ্ধতি ব্যবহার করা এবং নিজস্ব গবেষণা আরো উন্নত ফসল এবং বৃহত্তর উৎপাদন করে সমাজের চাহিদা অনেকাংশে মেটাতে পারবেন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।তার উৎপাদিত বড় মাপের পেঁয়াজ ,আলু ,মুলো ,ফুল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ,কলকাতায় অবস্থিত ব্রিটিশ হাই কমিশনার,রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী থেকে রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গুণধরের প্রশংসা করেছেন ।

বেহাল দশায় থাকা ভুবনেশ্বরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পুনরুজ্জীবিত

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বারের সন্নিকট একেবারে প্রত্যন্ত এলাকা কুলতলীর মৈপিঠ বৈকণ্ঠপুর ও গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত তথা বাম আমলে নির্মিত বিশাল পরিধির ১০ সজ্জা বিশিষ্ট ভুবনেশ্বরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। বেশ কয়েক বছর যাবত ভগ্ন দশা কাটিয়ে পুনরু জীবন পেতে চলেছে। আর সেই হাসপাতালের চারপাশে এই মুহূর্তে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য গাছ গাছালি লতাপাতা উলুবনে পরিপূর্ণতায় জঙ্গলের আকার ধারণ করায়-তাতেই সরীসৃপ এর উৎপাত বেড়েছিল।

আর তারই ভয়ে হাসপাতাল মুখী হতে ভয় পেতো এলাকার রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষজন। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নিয়মিত ডাক্তারবাবু ও না আসায় সমস্যায় সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে অসহায় মানুষজন।

যেখানে সুন্দরবনের বাঘের আক্রমণে গুরুতর আহত কিম্বা নিহত হতে হয় তাদের দীর্ঘ প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জয়নগর কুলতলী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সেখানে গিয়ে এই সমস্ত রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা নিতে হয়। আর এই দীর্ঘ সময়ে বাঘের আক্রমণে আহত ব্যক্তির রক্তক্ষরণ ঘটে। রক্তশূন্যতায় শেষে মারাও যায় তারা।

মানবাধিকার সংগঠন এপিডিয়ার এর জেলা কমিটির সাধারণ

সম্পাদক মিঠুন মন্ডল এর কথায় মৌলিক অধিকারের মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এই সমস্ত পরিবারে ঠিকমত মেলেনা।

স্থানীয় গ্রামীন চিকিৎসক যারা আছেন তারা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দিনের পর দিন ফুলেফেঁপে উঠছে। এখানে মাত্র একজন ফার্মাসিষ্ট, একজন স্টাফনার্স ও একজন ডাক্তার যিনি সপ্তাহে দু-তিন দিন আসেন। বাকি দিনগুলো ফার্মাসিষ্ট ও স্টাফ নার্স চালায়। সরকারের উদাসীনতায় কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় ধ্বংসের মুখে। উলু ঘাস আর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ভুবেনেশ্বরী হাসপাতাল বিষাক্ত সাপের আবাসভূমি এই ভুবনেশ্বরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি।

ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণ হলেই হাসপাতাল চত্বর আগাছায় পরিপূর্ণ হতোনা। এই হাসপাতাল প্রসঙ্গে সিপিআইএমের কুলতলি এরিয়া কমিটির সম্পাদক উদয় মন্ডলের কথায় যে সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ছিল এই হাসপাতালটি নির্মিত হয়ার পরে জনগণের সেবায় নিয়োজিত ছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকেই এই হাসপাতাল থেকে এলাকাবাসী ঠিক মতো পরিষেবা পাচ্ছে না। এ বিষয় নিয়ে জানতে চাইলে ভারতীয় জনতা পার্টির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি উত্তম হালদার এর কথায় এই হাসপাতালের অবস্থা শোচনীয় একটু বৃষ্টি নামলেই ছাদ থেকে চুইয়ে পড়ে জল এবং চারিদিকে গাছপালা লতা পাতায় পরিপূর্ণ কিট পতঙ্গেরও উৎপাত বেড়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডলের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি জানান অতি শীঘ্রই এই ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালটি নবরূপে সজ্জিত করার ব্যবস্থা নেওয়ার কথা তিনি জানিয়েছেন স্বাস্থ্য দপ্তরে । কুলতলির আরেকটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র বেহাল থাকায় সেটিও এই মুহূর্তে, নবরূপে সজ্জিত হওয়ার পথে।

পুলিশ অফিসারের কলমের জোরে সুবিচার পেলেন নির্যাতিতা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: নির্মম হৃদয় বিদারক যন্ত্রণায় এক বধূর দু'নয়ন দিয়ে অবিরত ঝরে পড়ছিল অশ্রুবারি।সেই অশ্রুবারি মুছে সাফ করে দিয়ে হাসি ফোটালেন একজন সৎ নির্ভিক দক্ষ পুলিশ অফিসার।দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং,সোনারপুর,গোসাবা,কুলতলি, সুন্দরবন কোষ্টাল এবং সর্বশেষে মুর্শিদাবাদের কান্দি থানায় কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি মুর্শিদাবাদ জোনে সিআইডি ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত রয়েছেন। বিগত দিনে তিনি সোনারপুর,কুলতলি এবং ক্যানিং থানায় কর্মরত থাকাকালীন তাঁর একাগ্রতা,সততা এবং নির্ভিক কলমের দক্ষতার জোরে তিন তিনটি পরিবার সুবিচার পেয়ে বেঁচে থাকার রসদ পেয়েছে।পাশাপাশি তাঁর এমন কর্ম দক্ষতার জন্য দুষ্কৃতিরা দীর্ঘ মেয়াদের সাজায় জর্জরিত হয়ে জেলের ঘানি টানছে।গত প্রায় ১১ বছর আগের ঘটনা। সালটা ২০১৩, ১লা মে। ক্যানিংয়ের গ্রামে সদ্য বিবাহিতা এক বধূ। বাড়ির অদূরে একটি মেলায় যাচ্ছিলেন। রাতের

অন্ধকারে দুই দুষ্কৃতি তাঁর পথ আটকায়।ঝাঁপিয়ে পড়ে জোর পূর্বক তুলে নিয়ে যেতে চায়। বেশ কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়।দুই দুষ্কৃতির কাছে নিরুপায় হয়ে পড়েন অসহায় একাকী ওই বধূ।রাতের অন্ধকারে জোর করে তুলে নিয়ে যায় বাবুর আলি সেখ ও সরিয়ত মন্ডল নামে দুই দুষ্কৃতি। রাতের অন্ধকারে পাশের একটি নির্জন মাঠে নিয়ে যায়।এরপর একজন পাহারাদারের কাজ করে। অপর জন অমানুষ পিশাচ সরিয়ত মন্ডল নামে ওই বধূকে পশুর মতো আক্রমণ করে শারীরিক নির্যাতন করে।এমনকি ওই বধূর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে। ঘটনার পর রাতের অন্ধকারে ওই বধূ কোন ক্রমে পালিয়ে মেলার মাঠে পৌঁছায়। কান্নাকাটি শুরু করে। লোকজন জড়ো হয়। খবর পৌঁছায় ক্যানিং থানায়।অভিশপ্ত রাতের ঘটনার পর ২ রা মে ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। যার কেস নং ২২৩/২০১৩, ৩৭৬(ডি) আইপ সি। সেদিনের সেই অভিশপ্ত রাতের বিভীষিকাময় নির্মম ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দায়িত্ব বর্তায় তৎকালীন ক্যানিং থানার এসআই শুভময় দাসের উপরে। তদন্তের দায়িত্ব পেয়েই ২ রা মে দু'জন দুষ্কৃতি কে গ্রেফতার করে। দুষ্কৃতিরা জেলে থাকাকালিন তাদের বিরুদ্ধে ২৮ জুন আদালতে চার্জশিট জমা করেন।অভিযুক্তরা নানান প্রকার চেষ্টা চালায় বেকসুর খালাস হওয়ার জন্য। গত ৩১ জুলাই আলিপুরের সপ্তম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক অঞ্জন কুমার সেনগুপ্ত ১১ বছরের বিচার প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সমাপ্তি হয় দীর্ঘ ১১ বছরের যন্ত্রণা। দোষী সরিয়ত মন্ডল কে সাত ও বাবুর আলি সেখ কে তিন বছর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেয়। পাশাপাশি অর্থ দন্ডেরও আদেশ দেন আদালতের বিচারক।

সন্দেশখালির উন্নয়ন নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির ভবনে প্রশাসনিক বৈঠক

এম মেহেদী সানি ● সন্দেশখালি

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সন্দেশখালির উন্নয়ন নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো প্রশাসনিক বৈঠক। শনিবার সন্দেশখালির এক নম্বর পঞ্চায়েতসমিতির প্রশাসনিক ভবনে ওই সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাহজাহান কান্ডের জেরে চলতি বছরের শুরু থেকেই সংবাদের শিরোনামে থাকা সন্দেশখালিতে সম্প্রতি এলাকার উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছিল বলে এলাকার মানুষের পক্ষ থেকে অভিযোগ ওঠে। এরই মাঝে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সন্দেশখালিতে প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল, উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, উত্তর ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী এবং সন্দেশখালির তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, সন্দেশখালি ১ এবং ২ ব্লকের বিডিও, বসিরহাটের পুলিশ সুপার, পঞ্চায়েত প্রধান ও জেলাপ্রশাসনের আধিকারিকেরা । প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠকে সন্দেশখালির উন্নয়ন, নদী বাঁধ সংক্রান্ত আলোচনা হয়। গত জানুয়ারি মাস থেকে রাজ্য

রাজনীতির চর্চায় রয়েছে সন্দেশখালি। তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে ইডি আধিকারিকদের যাওয়া, তাঁর 'অনুগামীদের' প্রতিরোধ এবং কয়েক দিনের মধ্যে শাহজাহান এবং তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে জমি দখল-সহ গ্রামবাসীদের একাধিক অভিযোগ ঘিরে সরগরম হয় রাজ্য রাজনীতি। গ্রেফতার হন শাহজাহান, এসবের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপও নেয় তৃণমূলের, দলীয় উর্ধ্বতন নেতৃত্বদের উদ্যোগে সাধারণ মানুষের জমি দখলমুক্ত করে দেওয়া হয়। সে সময়ও তৃণমূলের তরফে সেখানে পাঠানো হয়েছিল রাজ্যের তৎকালীন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিককে । তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন সুজিত, নারায়ণও। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ওই এলাকায় উন্নয়নের কাজ বন্ধ রয়েছে বলে সম্প্রতি অভিযোগ ওঠে। তারপরই মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে সন্দেশখালির উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রীর দূত হয়ে প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মন্ত্রী সুজিত বসু । বৈঠকের পর তিনি বলেন, "সন্দেশখালিতে লোকসভা ভোটের আগে একটা ইস্যু তৈরি করে জাতীয়স্তরে প্রচার করার চেষ্টা করা হয়েছিল । কিন্তু সেটা মানুষ ভাল ভাবে নেয়নি। একই সুরে সুর মেলান উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী।

হঠাৎ ঘূর্ণিঝড়ে লন্ডভন্ড তারকেশ্বর

জিয়াউল হক ● তারকেশ্বর

আপনজন: হুগলি জেলার তারকেশ্বর এবং ধনিয়াখালি এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব। কয়েক সেকেন্ডের ঝড়ের কারণেই ক্ষতিগ্রস্ত বিস্তীর্ণ গ্রামীণ এলাকা। একাধিক জায়গায় গাছ উপড়ে পড়েছে। বাড়ির চাল উড়ে গিয়েছে একাধিক বাসিন্দার। তারকেশ্বরের দামোদর সংলগ্ন জিয়ারা গ্রামে ঝড়টি প্রথম লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় প্রশাসন উদ্ধারকার্য শুরু করেছে। ঝড়ের কারণে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির জন্য অসহায় অবস্থা একাধিক গ্রামবাসীর।

প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত অবস্থা দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। এর মধ্যেই কয়েক মিনিটের জন্য বিধ্বংসী ঝড় হুগলি জেলার তারকেশ্বরে। ঝড়ের তাণ্ডবে তারকেশ্বর ও ধনেখালির বেশ কয়েকটি গ্রাম তছনছ হয়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক বাড়ি। শুরু হয়েছে উদ্ধারকার্য।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ একটি ঘূর্ণিঝড় লক্ষ্য করা যায় তারকেশ্বরের দামোদর সংলগ্ন জিয়ারা গ্রামে। তারকেশ্বরের জিয়ারা গ্রাম থেকে শুরু হয় ঘূর্ণি ঝড়। শক্তি ক্ষয় হতে হতে ধনেখালির নিশ্চিন্তপুর হয়ে বর্ধমানের দিক সরে যায়। ঘূর্ণি ঝড়ের প্রভাবে জিয়ারা গ্রাম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও নিশ্চিন্তপুর, হবিবপুর মোহন পুর হয়ে সোনাগরিয়ার দিকে দুর্বল হতে হতে সরে যায় ঘূর্ণি ঝড়।

মাদ্রাসা টিচার্স ফোরামের সভা সিংহচকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: বেঙ্গল মাদ্রাসা টিচার্স ফোরাম এর হুগলী জেলা কমিটির আন-এডেড মাদ্রাসার গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল জয় সিংহচক জুনিয়র হাই মাদ্রাসায় । এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির উপদেষ্টা মাওলানা কাজী মিরাজুল ইসলাম সাহেব, হুগলী জেলা কমিটির সভাপতি আসগার ইমাম সাহেব, সেক্রেটারি আনোয়ার আলী সাহেব, সহ - সেক্রেটারি আব্দুল গফফার সাহেব, কোষাধ্যক্ষ গিয়াসউদ্দিন খান সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বৃষ্টিতে অসহায় পরিবার, পাশে দাঁড়ালেন যুব তৃণমূল নেতা

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: গত দুই দিন ধরে লাগাতার বৃষ্টির জেরে অনেক অসহায় পরিবারের ঘরে জল জমে গিয়েছে,ব্লকের সেই সব পরিবারের হাতে ত্রিপল, ছাতা সহ চাল ডাল সবজি তুলে দিয়েন মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী ব্লক দক্ষিণ যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মোশারফ হোসেন।বর্ষা শুরু হতেই অসহায় পরিবারের পাশে যেভাবে যুব তৃণমূলের কর্মীরা দাঁড়িয়েছে তাতে খুশি এলাকার মানুষ।এদিন ব্লক সভাপতির সঙ্গে ছিলেন ব্লক যুব নেতা নিশার আহমেদ ওরফে আকাশ,চোয়াপাড়া অঞ্চলের যুব নেতা সামিউল আলম, পিয়ারুল, সানুয়ার, ঘোষপাড়া অঞ্চল যুব সভাপতি মিস্টার আগুন সহ যুব নেতৃত্ব ।

রায়গঞ্জে শিবির করে পাট্টা দান ভূমিহীনদের

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের হরিবাসর মাঠ, ছত্রপুরে একটি বিশেষ শিবিরের আয়োজন করেছে। এই শিবিরে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং পুনর্বাসন দপ্তরের উদ্যোগে গ্রাহক পুনর্বাসন পাট্টার খতিয়ান বিতরণ করা হবে। এই মহতী উদ্যোগের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শ্রী রনজিত সরকার, চেয়ারম্যান, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং পুনর্বাসন দপ্তর। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন শ্রী কৃষ্ণ কল্যাণী, ৩৫ নং রায়গঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক। অনুষ্ঠানের সূচনা হবে বেলা ১১টায়।

এই শিবিরের মাধ্যমে সরকারের ভূমি পুনর্বাসন কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে। পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন প্রকল্পে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা অনেক ভূমিহীন মানুষকে নতুনভাবে জীবন শুরু করার সুযোগ করে দেবে। শিবিরটি স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া ফেলেছে ও সরকার উন্নয়নের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ধান গাছের চারা লাগিয়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ

হাসান সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: বহরমপুরের বাদশাহী রোড ধান গাছের চারা লাগিয়ে বিক্ষোভ প্রতিবাদ গোটা রাস্তা জুড়ে ছোটবড় গর্ত। কোথাও পিচ উঠে নীচে ইটের খোয়া বেরিয়ে পড়েছে। যাতায়াত করতে নাকানিচোবানি খেতে হচ্ছে পথচারী থেকে যানচালকদের। চুনা খালি নিমতলা হইতে সার গাছি পর্যন্ত যে বাদশাহী রোড আছে সেই বাদশাহী রোড তারাক পুর বকুলতলা মোড় হইতে তারাক পুর দক্ষিণ কানু মণ্ডলের বাড়ি পর্যন্ত যে, ১.৫ কিমি রাস্তা। রাস্তাটির অবস্থা বর্তমানে খুব খারাপ। কারণ কোথাও উঁচু কোথাও নিচু হয়ে যাওয়ায় কোন যানবাহন ঠিক মত চলাচল করতে পারেনা, মুষল ধারা বৃষ্টিতে রাস্তার মাঝে এলাকাবাসী ধান গাছের চারা পুতে বিক্ষোভ দেখালেন। অপরদিকে মমিন শেখের কারখানা পাশ দিয়ে মামন সেখ পর্যন্ত ।৭৫০ মিটার যাহা, ভাকুড়ী ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়েন, এই এলাকা থেকে জয়ী মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সদস্য আসিয়া সুলতানা। এলাকাবাসীর দাবি কাদা মাটি কাঁচা রাস্তাটি যেন সংস্কার করার আবেদন।

প্রথম নজর

সোমালিয়ার সমুদ্র সৈকতে আত্মঘাতী হামলা, নিহত ৩২

আপনজন ডেস্ক: সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর জনপ্রিয় এক সমুদ্র সৈকতে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ও বন্দুকধারীদের হামলায় অন্তত ৩২ জন নিহত হয়েছেন। এই হামলায় আহত হয়েছেন আরো অনেকেই। দেশটির পুলিশের বরাত দিয়ে শনিবার (৩ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি। সোমালিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম সোনা জানিয়েছে, জঙ্গিগোষ্ঠী আল-শাবাবের পাঁচ হামলাকারীকে হত্যা করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। এছাড়া হামলার সময় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজেকে উড়িয়ে দিয়েছেন এক হামলাকারী।
মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠী আল-কায়েদার অনুসারী সোমালিয়ার স্থানীয় গোষ্ঠী আল-শাবাব তাৎক্ষণিকভাবে এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। যদিও অতীতে অসংখ্যবার একই ধরনের হামলার দায় স্বীকার করেছিল গোষ্ঠীটি।
দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী হাসান আলী খায়ের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলেছেন, লিডো সৈকতে লোকজনের সাঁতার কাটার সময় বিস্ফোরণ ঘটেছে। তিনি বলেন, সন্ত্রাসী এই হামলা রাতে ঘটেছে; যখন সৈকতটি সবচেয়ে বেশি জনাকীর্ণ ছিল।
এক্সে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, রাতের অন্ধকারে লিডো সমুদ্র সৈকতে অনেকের মরদেহ পড়ে আছে। এসময় অনেক লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দৌড়ে পালিয়ে যেতে দেখা যায়।

গাজায় দীর্ঘ হচ্ছে লাশের সারি, প্রাণহানি বেড়ে প্রায় ৩৯৫০০

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বর্বর হামলায় আরো ৩৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এতে করে উপত্যকাটিতে নিহতের মোট সংখ্যা পৌঁছেছে প্রায় ৩৯ হাজার ৫০০জনে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনীর গত ২৪ ঘণ্টার বোমা হামলায় ৩৫ ফিলিস্তিনি নিহত ও ৫৫ জন আহত হয়েছেন তারা। তবে হতাহতের সংখ্যা আরো বেশি। কারণ ধ্বংসস্তূপের নিচে অনেকেই চাপা পড়েছেন। চাপা পড়েছেন তাদেরকে গণনার মধ্যে ধরা হয়নি। উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি এই হামলায় হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। এছাড়া ইসরায়েলি আগ্রাসনের কারণে প্রায় ২০ লাখেরও বেশি বাসিন্দা তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। মূলত ইসরায়েলি আক্রমণ গাজাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে।
জাতিসংঘের মতে, ইসরায়েলের বর্বর আক্রমণের কারণে গাজার প্রায় ৮৫ শতাংশ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। আর খাদ্য, বিশুদ্ধ জল এবং ওষুধের তীব্র সংকটের মধ্যে গাজার সকলেই এখন খাদ্য নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। এছাড়া অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডের ৬০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। হাজার হাজার মানুষ কোনও ধরনের আশ্রয় ছাড়াই বসবাস করছে এবং প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম ত্রাণবাহী ট্রাক এই অঞ্চলে প্রবেশ করছে।
গত সোমবার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ পবিত্র রমজান মাসে গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবিতে একটি প্রস্তাব পাস করেছে। হামাস এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেও, ইসরায়েল যুদ্ধবিরতির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ফিলিস্তিনি এই ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

মার্কিন সেনার ভিডিওতে ধরা পড়ল গাজায় বাড়িঘর ও মসজিদে আগুন লাগানোর চিত্র

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলি সশস্ত্র বাহিনীর যুদ্ধ প্রকৌশল ইউনিটের সাথে মোতায়েন একজন মার্কিন-ইসরায়েলি সেনা অনলাইনে ভিডিও পোস্ট করেছেন। তাতে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনে ছড়িয়ে পড়া আগুন, বাড়িঘর ও একটি মসজিদে বিস্ফোরণের চিত্র দেখা গেছে।
ব্রাম সেটেনব্রিনো নামের ওই ব্যক্তির পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গেছে, একটি ভবনের ধ্বংসাবশেষে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হচ্ছে। অন্য একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, একটি সাঁজোয়া যানের আগুন-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার আগে একটি মসজিদে ফেলা হয়েছে। অন্য ভিডিওতে বেশ কয়েকটি বাড়িতে বিস্ফোরণের সময় সেনাদের উল্লাস করতে দেখা গেছে।
ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) এবং সেটেনব্রিনো ভিডিওগুলোর সত্যতা নিয়ে বিতর্ক করেননি।
সেটেনব্রিনো সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানকে একটি বার্তায় লিখেছেন, ভিডিওগুলো 'প্রসঙ্গের বাইরে নেয়া হয়েছে' তবে বিস্তারিত বলতে অস্বীকার করেছেন।

পূর্ব ইউরোপে দাবদাহ : বিশ্বে খাদ্য সরবরাহে যে প্রভাব ফেলবে

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে দাবদাহ ও জলস্বল্পতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষিকাজ। এতে কৃষিপণ্য সরবরাহও ব্যহত হচ্ছে। বিশ্বের কৃষিপণ্য উৎপাদনের শীর্ষ দেশের একটি হলো ইউক্রেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে জুলাই মাসে তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়েছে।
পূর্ব ইউরোপের আরেক দেশ রুমানিয়ার অবস্থাও অনেকটা তাই। খরায় ভুগছে দেশটির বেশ কিছু অঞ্চল। এর ফলে ব্যাহত হচ্ছে পরাগায়নপ্রক্রিয়া, যা প্রত্যাশিত খাদ্যশস্য উৎপাদনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ইউক্রেনের হাইড্রোমেটেরিওলজি সেন্টারের টাটিয়ানা আডেমেংকো বলেন, জুলাই মাসের ১০ দিন তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রত্যাশার চেয়ে ২০ থেকে ৩০ ভাগ কম হতে পারে।'
এদিকে রুমানিয়ার কৃষিমন্ত্রী ফ্লোরিয়ান বারবো কৃষকদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে অর্থনৈতিক সহযোগিতা চাওয়ার কথা ভাবছেন। যা বলছেন বিশ্লেষকরা পূর্ব ইউরোপের কৃষিপণ্য উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার কারণে জার্মানি অবশ্য খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত নয়। কারণ জার্মানি মূলত প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে থাকে।
পূর্ব ইউরোপের দেশ ইউক্রেন জার্মানির খাদ্যপণ্য আদমদানির তালিয়ার চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। তবে ইইউর কিছু সদস্য দেশ এই পরিস্থিতি ক্ষতির মুখে পড়ছে, জানালেন জার্মানির ক্লোপেনবার্গের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কাক টের্মিনহান্ডেলের স্টেফান বাখ। এই বিশ্লেষক বলেন, ইউরোপের দেশ স্পেন এই পরিস্থিতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশটি কৃষ্ণ সাগর দিয়ে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করে থাকে। পরিস্থিতি সামলাতে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে অন্যান্য উৎস থেকে অধিক পণ্য আমদানি করতে হবে বলেও মত দেন তিনি। তবে চলমান পরিস্থিতির জন্য শস্য সরবরাহে এখনই কোনো সমস্যা তৈরি হবে না বলেও মনে করেন তিনি। কারণ হিসেবে এই বিশ্লেষক বলেন, বর্তমানে আন্তর্জাতিক শস্য সরবরাহের পরিমাণ অনেক অনেক বড়। একই কথা বলছে আরেক ইউরোপীয় গবেষণা সংস্থা স্ট্র্যাটেজিস গ্রেইনস। যদিও তাদের ধারণা, ২০২৪-২৫ মৌসুমে রুমানিয়াতে খাদ্যশস্য উৎপাদন এক- চতুর্থাংশ কমে আসতে পারে। তবে সংস্থাটি তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদনে যেই তথ্য প্রকাশ করেছে, সেখানে খাদ্যপণ্যের পরিমাণ খুব সামান্যই কমতে দেখা গেছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে কৃষকদের খরার সমস্যা ও উচ্চ তাপমাত্রা, সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধ—সব মিলিয়ে কৃষ্ণ সাগর দিয়ে শস্য রপ্তানি অনেকটাই কঠিন হয়ে পড়েছে। বাজার বিশ্লেষক স্টেফান বাখ বলেন, কূটনৈতিক তৎপড়তার কারণে সমুদ্রপথে শস্য পরিববহন চালু হয়েছে, যা অনেকটাই নিরপাদ।
'এক বছর ধরে কোনো বড় সমস্যা ছাড়াই জাহাজ চলাচল সম্ভব হচ্ছে।' তবে এই অঞ্চলের কৃষকদের জন্য বেশি উদ্বেগের হলো পরিবহন ও ইনস্যুরেন্সের খরচ বৃদ্ধি।
আন্তর্জাতিক বাজারে কী প্রভাব?
যদিও পূর্ব ইউরোপের এই দাবদাহের সময় বিশ্ববাজারে খাদ্যের দাম স্থিতিশীল অবস্থায় আছে, তবে বাজারে কিছু অনিশ্চয়তা রয়েছে, যা ব্যবসায়ীদের উদ্বিগ্ন করে তুলছে। পানামা খালে জলর প্রবাহ কমে যাওয়ায় বড় বড় জাহাজের পরিবহন বিঘ্নিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে গাজায় যুদ্ধ চলার সময় সুয়েজ খালকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের খাদ্যপণ্য পরিবহনে পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন বিশ্লেষক স্টেফান বাখ। চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দুই লাখ ৭০ হাজারের বেশি টন খাদ্য ইইউতে পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিশেষ করে জার্মানির জন্য এর দুটি অর্থ রয়েছে। একটি হলো, শস্য উৎপাদনরকারী কৃষকরা উচ্চমূল্য আশা করতে পারেন। আর অন্যটি হলো, পশুখাদ্যের দাম বাড়ার আশঙ্কা করতে পারেন পশু খামারিরা।'
তবে কয়েক বছর আন্তর্জাতিক খাদ্যের বাজারে তৈরি হওয়া সংকটের সময়ের মতো শস্যের দাম বৃদ্ধি এখনই প্রত্যাশিত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

হানিয়াহ হত্যার প্রতিশোধ নিতে মরিয়া ইরান, প্রস্তুত ইসরায়েলও

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাসের শীর্ষ নেতা ইসমাইল হানিয়ার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে ইসরায়েলবিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নিতে চলেছে ইরান সরকার। এ লক্ষ্যে গোষ্ঠীগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক ডেকেছে তারা। অন্যদিকে, ইসরায়েলের পক্ষ থেকেও হুঁশিয়ারি দিয়ে জানানো হয়েছে, হামলা হলে বসে থাকবে না তারা। আর এক্ষেত্রে ইসরায়েলকে বরাবরের মতো সর্বাত্মক সমর্থন দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গাজার স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস, ইসলামিক জিহাদ, ইয়েমেনের সশস্ত্র হুতি বিদ্রোহী, লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ ও ইরাকের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে শিগগিরই আলোচনায় বসার কথা ইরানের প্রতিনিধিদের।
তেহরানের এ বৈঠকে ইসরায়েলে হামলা চালানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় খোঁজা হবে। আলোচনায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামিনি ও প্রভাবশালী রেভল্যুশনারি গার্ডস বাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্তকর্তারা উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন ইরানের আরেকজন কর্মকর্তা। ইরানের সেনাপ্রধান জেনারেল মোহাম্মাদ বাকেরি বলেছেন, হামলা অবশ্যই চালানো হবে। কোনো সন্দেহ নেই, নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য ইসরায়েলকে অনুতাপ করতে হবে। হামাস ও হিজবুল্লাহ নেতাকে হত্যার পর যেকোনো হামলার জন্য প্রস্তুত রয়েছে ইসরায়েলও।
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেছেন, যেকোনো পরিস্থিতির জন্য ইসরায়েল প্রস্তুত রয়েছে। আমাদের ওপর কোনো আগ্রাসন চালানো হলে, তার হিসাব ভালোমতো চুকিয়ে দেওয়া হবে। কেউ যদি আমাদের ওপর হামলা চালায়, তার জবাবে পাল্টা হামলা চালানো হবে।
গত বৃহস্পতিবার হিজবুল্লাহ নেতা নাসারাল্লাহর হুমকির পর একই কথা বলেছিলেন ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ। তার কড়া ভাষ্য ছিল, ভারী মূল্য চোকানোর আগে বড় বড় কথা, হুমকি ও মিথ্যা বলা বন্ধ করুন নাসারাল্লাহ। ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে পূর্ণ শক্তি খাটাব আমরা।
এদিকে, হোয়াইট হাউসের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ইসরায়েলের নিরাপত্তা রক্ষায় আবারও নেতানিয়াহুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বাইডেন। একইসঙ্গে ইরান, হামাস, হিজবুল্লাহ ও হুতিদের সব হুমকির বিরুদ্ধে ইসরায়েলের পাশে থাকার কথা বলেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, তেহরানে গত বুধবার ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়াকে হত্যা করা হয়। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য ইসরায়েলকে অভিযুক্ত করেছে হামাস ও ইরান। তবে এর দায় এখনো স্বীকার করেনি ইসরায়েল।
ইসমাইল হানিয়াকে হত্যার দায় শিকার না করলেও এক দিন আগে লেবাননের রাজধানী বৈরুতের কাছে হিজবুল্লাহর শীর্ষ কমান্ডার ফুয়াদ শুকুরকে হত্যা করার কথা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী।

৬ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ফিলিপাইন

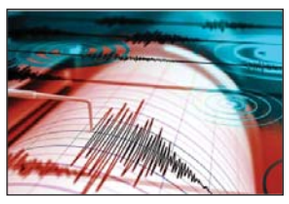

আপনজন ডেস্ক: ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলীয় দ্বীপ মিন্দানাওয়ে ৬ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে। শনিবার দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের মিন্দানাওতে এ ভূমিকম্প আঘাত হানে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভূতাত্ত্বিক জরিপ (ইউএসজিএস) জানায়, মিন্দানাও দ্বীপের পূর্বে বার্সেলোনা গ্রাম থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে ভূপৃষ্ঠের ১৭ কিলোমিটার গভীরতায় ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। তবে এ ভূমিকম্পে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। বার্কেলোনার পার্শ্ববর্তী শহর লিঙিগের পৌরসভার কর্মকর্তা ইয়ান অনসিং এএফপিকে বলেন, ভূমিকম্পটি বেশ শক্তিশালী ছিল। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, হঠাৎ জেগে দেখি—ঘরের আসবাবপত্র কাঁপছে। প্রায় ১০-১৫ সেকেন্ড স্থায়ী ছিল এই কম্পন। প্রসঙ্গত, প্রশান্ত মহাসাগরের আগ্নেয় মেখলা (রিং অব ফায়ার) টেকটোনিক প্লেটের ওপর অবস্থানের কারণে ফিলিপাইনে ভূমিকম্প বিরল কোনো দুর্যোগ নয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কানাডায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মামলা, বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: কানাডার ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নিকোলাস সারওয়ে একটি ইমেইল পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে যান। তার বিরুদ্ধে ১.৫ মিলিয়ন কানাডিয়ান ডলারের (১.০৯ মিলিয়ন) মামলার কথা জানানো হয়। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন এটা কোনো টাইপো (টাইপ করার সময়ে ঘটিত একটি ভুল) হতে পারে, কিন্তু পরে বুঝতে পারেন এটি সত্যি। সারওয়ে এবং তার কয়েকজন সহপাঠী গত কয়েক মাস ধরে গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করছিলেন। জুন মাসের শেষের দিকে বিক্ষোভের প্রকাশ্য মনোযোগ কমে যায় এবং অনেক শিক্ষার্থী গ্রীষ্মের জন্য বাড়ি ফিরে যান। তখনই সারওয়ে একটি ইমেইল পান। মেইলে তাকে এবং আরও ছয়জন শিক্ষার্থীকে সম্পত্তির ক্ষতি, অনুপ্রবেশ এবং ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। সারওয়ে এ ঘটনাকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি হুমকি ও নিপীড়নের প্রচেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেন। এই বিক্ষোভটি মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয়েছিল। বিক্ষোভে শিক্ষার্থীরা ইসরায়েলের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ও একাডেমিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য চাপ সৃষ্টি করছিলেন। তবে জুন মাসের শেষে, বিক্ষোভের পরিবেশ শান্ত হয়ে আসে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মামলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে এই মামলা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাদের সম্পর্কের স্থায়ী পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। সারওয়ে এবং অন্যান্য শিক্ষার্থী বলেন, তারা এখনও তাদের ফিলিস্তিনপন্থী আন্দোলন চালিয়ে যাবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তাদের দাবিগুলি অব্যাহত রাখবেন।
সারওয়ে বলেন, 'আমি তাদের ভয় পাই না। আমি মনে করি আমাদের কেউই ভয় পায় না।'
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই মামলার উদ্দেশ্য হিসেবে বিক্ষোভ শেষ করার কথা বললেও শিক্ষার্থীরা এটিকে তাদের দমন করার একটি কৌশল হিসেবে দেখছেন। তবুও, এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি শক্তিশালী সংহতির অনুভূতি সৃষ্টি করেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২১ মি.

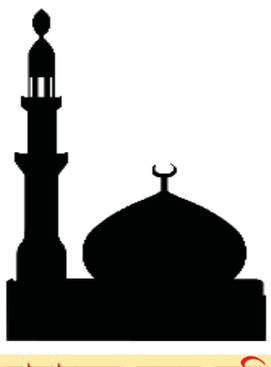

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪২	৫.০৯
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.১৮	
মাগরিব	৬.২১	
এশা	৭.৩৬	
তাহাজ্জুদ	১১.০২	

রাশিয়ায় ভবন ধসে নিহত ১০

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার নিঝনি তাগিল শহরে একটি আবাসিক ভবনের আংশিক ধসে পড়ায় ১০ জন নিহত হয়েছে। ভবনটিতে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান শেষে নিহতের এ সংখ্যা নিশ্চিত করেছে স্থানীয় প্রশাসন। এর আগে, বৃহস্পতিবার (১ আগস্ট) সভের্দলোভস্ক ওব্লাস্টের নিঝনি তাগিল শহরে গ্যাস-বায়ুর মিশ্রণে বিস্ফোরণে ঘটে গ্যাসচালিত একটি পাঁচতলা ভবনের দু'টি প্রবেশদ্বার ধসে পড়লে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বর্তমানে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ চলছে।

যুক্তরাজ্যে পুলিশের অফিসে হামলা, গাড়িতে অগ্নিসংযোগ

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের সাউথপোর্টে ছুরিকাঘাতে তিন শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় সুন্দারল্যান্ডে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভের একপর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয়। পরে বিক্ষোভকারীর পুলিশের স্থাপনা এবং গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে পুলিশের তিন সদস্য আহত হয়। তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।
নর্থামব্রিয়া পুলিশ জানিয়েছে, চিকিৎসাধীন তিনজনের মধ্যে একজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ওপর বিয়ারের বোতল এবং পাথর ছুড়েছে। এছাড়া শহরের অন্যান্য এলাকাতেও পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভ হয়। এ ঘটনায় আটজনকে আটক করা হয়েছে।
নর্থামব্রিয়া পুলিশের সিএচ সুপার হেলেনা ব্যারণ বলেন, বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। যা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তিনি আরো বলেন, বিক্ষোভকারীদের মধ্যে প্রবেশ করে যারা অপরাধমূলক কার্যক্রম চালিয়েছে তাদের চিহ্নিত করতে পূর্ণ তদন্ত চালানো হবে।
যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়েভেট কুপার জানিয়েছেন, যারা পুলিশের ওপর হামলা চালিয়েছে এবং সহিংসমূলক কাজ করেছে তাদের চরম মূল্য দিতে হবে। প্রসঙ্গত, গত সোমবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টার দিকে যুক্তরাজ্যের সাউথপোর্ট শহরের হার্ট স্ট্রিটে শিশুদের নাচের ওয়ার্কশপে ছুরি হামলা ঘটে।

ওবামার প্রচারশিবিরের শীর্ষ ব্যবস্থাপকদের নির্বাচনী প্রচারে যুক্ত করলেন কমলা

আপনজন ডেস্ক: নিজের নির্বাচনী প্রচারশিবিরে এবার তিন জ্যেষ্ঠ পরামর্শকসহ কয়েকজনকে যুক্ত করলেন আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় সম্ভাব্য প্রার্থী কমলা হ্যারিস। এর মধ্যে রয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার দুই মেয়াদের নির্বাচনী প্রচারের শীর্ষ ব্যবস্থাপকরাও। কমলা হ্যারিসের প্রচারশিবিরে থাকছেন ডেভিড প্লাফ। যিনি ২০০৮ সালে বারাক ওবামার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারশিবিরের ব্যবস্থাপক ছিলেন। এছাড়া ২০১২ সালে ওবামার দ্বিতীয় দফার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও তার জ্যেষ্ঠ সহযোগী হিসেবে ভূমিকা রাখেন ডেভিড। সেই প্লাফ এবার কমলা হ্যারিসের নির্বাচনী প্রচারশিবিরের জ্যেষ্ঠ পরামর্শক হিসেবে কাজ করবেন।
কমলার প্রচারশিবিরে আরও যুক্ত হয়েছেন স্টিফেনি কার্টার। ওবামার আমলে হোয়াইট হাউসের যোগাযোগ পরিচালক পদে ছিলেন তিনি। ওবামার নির্বাচনী প্রচারশিবিরে উপপ্রচার ব্যবস্থাপক হিসেবেও কাজের অভিজ্ঞতা আছে তার। এবারের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দলের এ যোগাযোগবিশেষজ্ঞ কমলার প্রচারশিবিরে কৌশলগত বার্তা আদান-প্রদানসংক্রান্ত জ্যেষ্ঠ পরামর্শক হিসেবে ভূমিকা রাখবেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২১০ সংখ্যা, ১৯ শ্রাবণ ১৪৩১, ২৮ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

আইনের শাসন

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা যেন ললাটের লিখনে পরিণত হইয়াছে। নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনের দিন তো বটে, নির্বাচনের পরও এই সকল দেশে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সহিংসতা অব্যাহত থাকে। বৃহত্ গণতান্ত্রিক দেশের একটি অঙ্গরাজ্যসহ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে এমন সংঘাত-সংঘর্ষ নূতন কিছু নহে। তবে অধিকাংশ দেশে নির্বাচনের কিছুদিন পর তাহা স্তিমিত বা বন্ধ হইয়া যায়; কিন্তু কোনো কোনো দেশে তাহা সহজে বন্ধ হয় না, বরং তাহার জের মাসের পর মাস এমনকি বত্সরের পর বত্সর ধরিয়া চলিতে থাকে।

সম্প্রতি উন্নয়নশীল দেশের একটি মানবাধিকার সংগঠন জানাইয়াছে যে, চলতি বত্সরের জানুয়ারি হইতে মে পর্যন্ত প্রথম পাঁচ মাসে দেশটিতে রাজনৈতিক সহিংসতা ও দ্বন্দ্বে নিহত হইয়াছেন ৩৩ জন। তাহাদের মধ্যে ২৭ জনই ক্ষমতাসীন দলের লোক। অবশ্য এই হিসাবে সেই দেশটির বাহিরে নিহত ও বহুল আলোচিত একজন সংসদ সদস্যকে হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। তাহাকে ধরিলে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াইবে ২৮ জন। এই সময় দেশে মোট রাজনৈতিক সংঘাতের ঘটনা ঘটিয়াছে ৩৯৩টি। ইহাতে আহত হইয়াছেন ৩ হাজার ২২৪ জন। আরো উল্লেখ্য যে, ৩৯৩টি রাজনৈতিক সহিংস ঘটনার ২০১টিই হইয়াছে ক্ষমতাসীন দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে, যাহাদের অধিকাংশই আবার কোনো না কোনোভাবে সেই ক্ষমতাসীন দলটির সহিত সম্পৃক্ত। জাতীয় নির্বাচনের পর কয়েক স্তরের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও দেখা গিয়াছে তাহা অংশগ্রহণমূলক হয় নাই। প্রধান প্রধান বিরোধী দল অংশগ্রহণ না করিলেও নির্বাচনোত্তর সহিংসতার হেতু কী? ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল সহিংসতা স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, কোন্দল ও কলহের বহিঃপ্রকাশ। ইহাতে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যাকাণ্ডের শিকার হইতেছেন। কেহ নির্বাচনে না আসিলে অন্যের জন্য মহাসুযোগ তৈরি হওয়াটা অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু প্রশ্ন জাগে, ইহার পরও অভ্যন্তরীণ মারপিট চলিতেছে কেন? বিশেষত যখন কোনো ক্ষমতাসীন দলে সুবিধাবাদী ও অনুপ্রবেশকারীদের আনাগোনা বৃদ্ধি পায়, তখন সংগত কারণে সেখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা দেখা দেয়। কেননা তাহারা আসলে সেই দলের লোক নহেন, তাহারা বর্ণচোরা ও মুখোশধারী; কিন্তু এই নূতনরা যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানো এবং নিজ নির্বাচনি এলাকাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য উঠিয়াপড়িয়া লাগেন। এই জন্য নির্বাচনের পরপরই নিজ দলের প্রতিপক্ষদেরও ঝাঁটাইয়া ও পিটাইয়া বাহির করিয়া দিতে চাহেন। যেইভাবে ও যেই পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা নির্বাচিত হইয়াছেন, নির্বাচনের পরও তাহাদের সেই একই সদম্ভ বিচরণ ও আচরণ চলিতে থাকে। এখানে অন্য দলগুলির নির্বাচন না করিবার কারণ হইল, তাহাদের দাবি—নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হইতে হইবে। তবে অন্যরা বয়কট করিবার কারণে তাহাদের বয়কট করিবার কি কোনো কারণ রহিয়াছে? তাহাদের বিশ্বাস, নিজেদের মতো নির্বাচন করিয়াও তাহারা ঠিকই উতরাইয়া যাইতে পারিবেন; কিন্তু যাহারা একবার ফ্রাংকেনস্টাইনের মনস্টারের জন্ম দেন, সেই দানব নিজ প্রভুকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। ইহাই ইতিহাসের শিক্ষা। আজি হইতে ২০০ বত্সর পূর্বে ঔপন্যাসিক মেরি শেলি অল্প বয়সে লিখেন 'ফ্রাংকেনস্টাইন :অর দ্য মডার্ন প্রমিথিউস' নামে একটি ভৌতিক উপন্যাস ও কল্পকাহিনি। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র একজন সুইডিশ তরুণ বিজ্ঞানী যাহার নাম ড. ভিক্টর ফ্রাংকেনস্টাইন। যিনি সৃষ্টি করেন একটি মনস্টার বা দানব। শেষ পর্যন্ত এই দানবের হস্তে তাহার স্রষ্টার নির্মম মৃত্যু হয়। এত বত্সর পরও তাহার এই চরিত্রটি বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বের রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যাহারা ক্ষমতাসীন থাকেন, তাহারা এই সকল দানব তৈরি করিয়া ভাবেন তাহারা তাহাদের লোক; কিন্তু এই দানবরাই একদিন তাহাদের করুণ পরিণতি ডাকিয়া আনে।

তৃতীয় বিশ্বে এইভাবে যেই সকল মনস্টারের জন্ম হইয়াছে, তাহারা আজ বুক ফুলিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ভাবখানা এই যে—তাহারা প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্পর্শকাতর বিভাগের সাহায্যে কীভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন, সেই ব্যাপারে অন্য কেহ কিছুই জানেন না। অথচ তাহাদের ব্যাপারে আইনের শাসন কাজ করিলে এবং দল ও সংগঠন হইতে কার্যকর পদক্ষেপ লওয়া হইলে এমন পরিণতি দেখিতে হইত না বিশ্ববাসীকে।

আমেরিকা ও চিনের কাছে মোদি-পুতিনের বন্ধুত্বের অর্থ

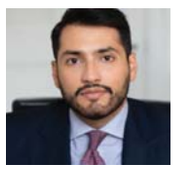

জুলাই মাসটা বিশ্বের জন্য ঘটনাবহুল বছর। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রার্থিতা, রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টা এবং গত সপ্তাহে ভারত-রাশিয়ার বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাক্ষাৎ উল্লেখযোগ্য। লিখেছেন **জাইদ এম বেলবাগি**

জুলাই মাসটা বিশ্বের জন্য ঘটনাবহুল বছর। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রার্থিতা, রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টা এবং গত সপ্তাহে ভারত-রাশিয়ার বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাক্ষাৎ উল্লেখযোগ্য।

২০২২ সালে রাশিয়ার ইউক্রেনে আক্রমণ শুরুর পর এটাই মোদির প্রথম মস্কো সফর। এই সফরে রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। ২০৩০ সালের ভেতর দুই দেশের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্যের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। নরেন্দ্র মোদিকে রাশিয়ার সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'অর্ডার অব সেন্ট আন্ড্রু'তে ভূষিত করা হয়েছে। দুই দেশের সম্পর্কের এই অগ্রগতি উল্লেখ করার মতো, কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন, পরবর্তীকালে রাশিয়ার সঙ্গে ভারত জোরালো সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। কাকতালীয়ভাবে ভারতের স্বাধীনতার সময়টা এবং যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার শীতলযুদ্ধ সূচনার সময়টা একই। এশিয়ার বড় শক্তি ভারত বৈশ্বিক পরাশক্তির দ্বন্দ্বে জোটনিরপেক্ষ অবস্থান নেয়। তবে ভারতের জোটনিরপেক্ষ অবস্থান সব সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে খানিকটা ঝুঁকে ছিল, একমাত্র ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা চেয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পরবর্তীকালে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মূলত প্রতিরক্ষা খাত ঘিরে। ভারতের সামরিক শিল্পের প্রায় ৭০ শতাংশ আসে রাশিয়া থেকে। জ্বালানি, সন্ত্রাসবাদ দমন ও মহাকাশ গবেষণায় দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের ঘটনায় নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে ভারত চলমান যুদ্ধে রাশিয়াকে সহযোগিতা করেছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের সমালোচনায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত না হয়ে ভারত হিংসার অবসান ও কূটনৈতিক সংলাপের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানায়। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে জাতিসংঘের প্রস্তাবগুলোতেও ভোট দানে বিরত থাকে ভারত। এ ছাড়া রাশিয়ার কাছ থেকে কম দামে জ্বালানি তেল কিনছে ভারত।

রাশিয়ার সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও ভারত কখনো পশ্চিমের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করেনি। জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির ওপর ভিত্তি করে ভারত পশ্চিমের দেশগুলো বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোরালো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এখন বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলারের। যুক্তরাষ্ট্র ভারতে যা রপ্তানি করে, দেশটি থেকে তার দ্বিগুণ আমদানি করে। যুক্তরাষ্ট্র ভারত থেকে মূলত ওষুধ, বস্ত্র, মূল্যবান সম্পদ ও কৃষিপণ্য আমদানি করে। আমেরিকার ২ শতাংশ নাগরিক ভারতীয় বংশোদ্ভূত। রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক তাই যুক্তরাষ্ট্র ও এর পশ্চিমা মিত্রদের জন্য মাথাব্যথার কারণ।

রাশিয়ায় মোদির সাম্প্রতিক সফর নিঃসন্দেহে পুরোনো মিত্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক রক্ষার অংশ ছিল। কিন্তু সেই সম্পর্কের ধারাবাহিক পরিবর্তন হচ্ছে। সি চিন পিংয়ের নেতৃত্বাধীন চীনের সঙ্গে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ হতে থাকা সম্পর্ক নিয়ে ভারত চিন্তিত। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা ও বৈরিতার ক্ষতি কাটাতে বাণিজ্যক্ষেত্রে রাশিয়া অবশ্যই ভারতের ওপর নির্ভরশীল। যা হোক, সেই নির্ভরতা চীনের ওপর অনেক বেশি।

বাণিজ্য, কূটনৈতিক ও সামরিক—তিন খাতে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় রাশিয়ার সঙ্গে চীনের জোরালো সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। রাশিয়া এখন চীনের সবচেয়ে বড় জ্বালানি তেলের জোগানদাতা। ব্রিকস ও সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন—এ ধরনের বহুপক্ষীয় রূপরেখার মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে। এটা ভারতের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবেই উত্তেজনায় ভরা। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সীমান্ত বিরোধ নিয়ে সেই সম্পর্ক আরও নিম্নমুখী হয়েছে।

বাণিজ্য, কূটনৈতিক ও সামরিক—তিন খাতে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় রাশিয়ার সঙ্গে চীনের জোরালো সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। রাশিয়া এখন চীনের সবচেয়ে বড় জ্বালানি তেলের জোগানদাতা। ব্রিকস ও সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন—এ ধরনের বহুপক্ষীয় রূপরেখার মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে। এটা ভারতের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবেই উত্তেজনায় ভরা। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সীমান্ত বিরোধ নিয়ে সেই সম্পর্ক আরও নিম্নমুখী হয়েছে।

গভীরভাবে মোদির মস্কো সফর পর্যবেক্ষণ করেছে। রাশিয়া ও ভারতের বন্ধুত্বের বিষয়ে ওয়াশিংটন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এর অর্থ হচ্ছে, কৌশলগত দিক থেকে পশ্চিমের কাছে ভারতের গুরুত্ব বাড়ছে। চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের 'পরাশক্তির লড়াইয়ের' আবহে ভারতের অবস্থান এই আলোকে নরেন্দ্র মোদির মস্কো সফরের উদ্দেশ্য ছিল পুতিনকে এটা আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে ভারত রাশিয়ার পরীক্ষিত ও পুরোনো মিত্র। চীনের সঙ্গে রাশিয়ার নির্ভরতা কমানোর এবং ভারত ও চীনের মধ্যে যেকোনো বিরোধের সময় রাশিয়ার সমর্থন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটিই ভারতের মূল চাবিকাঠি।

প্রকৃতপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্র খুব কৌশলগত দিক থেকে ওয়াশিংটনের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গত বছর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনের সময় ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর তৈরির ঘোষণা দেওয়া হয়। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র পার্টনারশিপ ফর গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ঘোষণা করেছে। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোডস উদ্যোগের বিপরীতে পশ্চিমা এই উদ্যোগ দুটির অবিচ্ছেদ্য অংশীদার ভারত।

পশ্চিমের বৈশ্বিক আকাঙ্ক্ষায় ভারতের ভূমিকার কথা বিবেচনা করে হোয়াইট হাউসের দিক থেকে ভারত-রাশিয়া সম্মেলন নিয়ে উদ্বেগ জানানো হয়েছিল। একই সঙ্গে এই আহ্বানও জানানো হয়েছিল যে মস্কোর সঙ্গে সম্পর্কের প্রভাব খাটিয়ে ভারত যেন ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে পদক্ষেপ নেয়।

বাস্তবে ভারত এমন কোনো কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবে না যাতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিপদে পড়ে।

জাইদ এম বেলবাগি, রাজনৈতিক ভাষ্যকার

আরব নিউজ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

মিয়ানমারে আঞ্চলিক সামরিক কার্যালয় দখলের দাবি বিদ্রোহীদের

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলে শান রাজ্যের লাশিও শহরে সামরিক বাহিনীর আঞ্চলিক প্রধান কার্যালয় দখলের দাবি করেছেন দেশটির ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বিদ্রোহীরা। আজ শনিবার এক বিবৃতিতে এ দাবি করে সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ)।

চীন ও মিয়ানমারের মধ্যে বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি মহাসড়ক গেছে লাশিও শহরের ওপর দিয়ে। শহরটিতে অবস্থিত সামরিক কার্যালয় দখলে গত মাসের শুরু থেকে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে এমএনডিএএর যোদ্ধাদের লড়াই চলছিল।

এ বিষয়ে জানতে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল এএফপি। তবে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

দেশটির সামরিক বাহিনীর একটি সূত্র আজ জানিয়েছে, কয়েক সপ্তাহ ধরে ওই সামরিক কার্যালয়ে যে সেনারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা আজ সকাল থেকে পিছু হটা শুরু করেছেন। লাশিওতে এমএনডিএএর জয়ের মধ্য দিয়ে মিয়ানমারে গত তিন বছরের বেশি সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো আঞ্চলিক কোনো সামরিক কার্যালয় হারালো দেশটির সশস্ত্র বাহিনী। পাশাপাশি এমএনডিএএসহ বেশ কয়েকটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর কাছে শান রাজ্যের বড় অংশের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে তারা।

উল্লেখ্য, দেশটিতে সামরিক বাহিনীর ১৪টি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ১০টিতে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বিদ্রোহীদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর লড়াই চলছে।

শান রাজ্যে বিদ্রোহীদের চালানো অভিযানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল চীন সীমান্তে লাউক্কাই শহর দখল। সে সময় জান্তা বাহিনীর প্রায় দুই হাজার সেনা আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এটি ছিল বিগত কয়েক দশকের মধ্যে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে বড় পরাজয়।

রাশিয়ার শক্তিশালী অর্থনীতির গল্পটা মিথ্যা

এলিজাবেথ সুভান্তেসুন, স্টেফানি লুজ, মার্ক ভর্কলিয়েভ, রিকা পুরা, জিনতারে স্কাইস্তে, ইলকো হাইনেন, আন্দ্রে দমাস্কি

প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও তাঁর কর্তৃত্ববাদী সরকার মিথ্যা বয়ান ছড়াচ্ছে। তারা বলছে, রাশিয়ার অর্থনীতি শক্তিশালী এবং পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞায় তাদের যুদ্ধযন্ত্রের কোনো ক্ষতি হয়নি। এই মিথ্যা অবশ্যই খণ্ডন করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে, রাশিয়ার অর্থনীতির যে পতন হচ্ছে, এ রকম অনেকগুলো লক্ষণ দৃশ্যমান। নিষেধাজ্ঞা ও অন্যান্য পদক্ষেপে রাশিয়ার অর্থনীতিকে দুর্বল করার জন্য কার্যকর, কিন্তু তাদের জন্য আরও কিছু করার আছে। আমাদের অবশ্যই পুতিনের শাসনের ওপর চাপ বাড়াতে হবে এবং ইউক্রেনকে সমর্থন দিতে হবে।

ওয়াশিংটনে সম্প্রতি অনুষ্ঠেয় হয়ে যাওয়া ন্যাটো সম্মেলনে পশ্চিমা নেতারা ইউক্রেনের প্রতিরক্ষায় তাঁদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন; কিন্তু ইউক্রেনের বিরুদ্ধ রাশিয়ার যুদ্ধ শুধু মাঠের সৈন্যরা লড়ছেন না। এটা তথ্যের যুদ্ধও। রাশিয়ার অর্থনীতি শক্তিশালী, এটা প্রচারে ও তথ্যযুদ্ধের কাজে ক্রেমলিন বছরে ১২০ কোটি ডলার ব্যয় করছে। পুতিন ও তাঁর কর্তৃত্ববাদী সরকার আমাদের এই বিশ্বাস জন্মাতে চায় যে নিষেধাজ্ঞা এবং ইউক্রেনের মুক্তি ও গণতন্ত্র রক্ষায় যে সমর্থন, সেটা কোনো কাজ করছে না।

সুতরাং ক্রেমলিন থেকে যেসব তথ্য আসছে, সেটা যথাযথ কি না, তা যাচাই করা রাজনীতিবিদ, গণমাধ্যম ও অর্থনৈতিক সংস্থার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রাশিয়ার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি হতেই পারে। কিন্তু দেশটির অর্থনীতি ক্রমাগত যুদ্ধ-অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং বিপুল পরিমাণ প্রণোদনা জোগাতে হচ্ছে। এটা প্রবৃদ্ধির অন্তহীন উৎস নয়, স্থিতিশীল অর্থনীতির উৎসও নয়।

ক্রেমলিনের যুদ্ধ-অর্থনীতির উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বেকারত্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, ভ্লাদিমির পুতিন জোরপূর্বক শ্রমের জন্য কারাদণ্ড প্রতিস্থাপনের অনুমোদন দিয়েছেন। একেবারে আঁটসাঁট মজুরির বাজার মজুরির ওপর ঊর্ধ্বমুখী চাপ সৃষ্টি করছে। রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক উচ্চ হারের সুদের হারের জন্য লড়াই করছে। তা সত্ত্বেও দুর্বল হতে থাকা রুবল আমদানির মূল্য বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং ক্রমবর্ধমান উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে অবদান রাখছে।

যুদ্ধে অর্থ জোগাতে পুতিন সরকার রাশিয়ার জাতীয় তহবিল থেকে সম্পদ নেওয়ার ফাঁদে আটকা পড়েছে। ব্লমবার্গের তথ্যমতে, ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার আগ্রাসন শুরুর পর রাশিয়ার জাতীয় সম্পদের পরিমাণ অর্ধেকে নেমে এসেছে। ইউক্রেন আগ্রাসন চালিয়ে যাওয়ার জন্য দেশটির সরকার ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে। অর্থনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য মস্কো চরম ধরনের বেশ কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। অভ্যন্তরীণ সরবরাহ নিরাপদ রাখার জন্য চিনি ও পেট্রলের ওপর রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। বেসরকারি খাতের পুঁজি দেশ থেকে যেন বাইরে না যেতে পারে এবং রুবলের পতন ঠেকাতে পুঁজির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এরপরও দেশটি থেকে শত শত কোটি মার্কিন ডলার বিদেশে চলে যাচ্ছে।

রাশিয়ার অনেক মানুষের কাছে ক্রেমলিনের যুদ্ধকালীন এই অর্থনৈতিক নীতি পুরোনো দিনের স্মৃতিতে ফিরিয়ে নিচ্ছে। পুঁজির নিয়ন্ত্রণ, রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং যুদ্ধ শিল্পে বিশাল বিনিয়োগ অর্থনীতির নতুন নীতি নয়, বরং সোভিয়েত জামানার নিয়মকানুনে ফিরে যাওয়া। রাশিয়ার প্রবৃদ্ধির গল্প নিয়ে বড় একটা ভুল করা হচ্ছে। সত্য হচ্ছে, অর্থনীতিকে পুনরায় সোভিয়েতকরণ করা হচ্ছে। যে গল্পটি রাশিয়া বলতে পছন্দ করবে না সেটা হলো, রাশিয়ার যুদ্ধ-অর্থনীতিকে লক্ষ্যবস্তু করে দেওয়া নিষেধাজ্ঞা কার্যকর ও প্রয়োজনীয়। রাশিয়ার পররাষ্ট্র বাণিজ্যের ভূগোল নতুন আকার দিয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রের উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া বাণিজ্যের বাইরে অন্য বাণিজ্যের সুযোগ সীমিত হয়ে গেছে।

রাশিয়ার রাজস্ব বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ ও ২০২৩ সালের মধ্যে রাশিয়ার রপ্তানি থেকে রাজস্ব আয় এক-তৃতীয়াংশ কমে গেছে।

আর এখন যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তাতে রাজস্ব আয় আরও কমে যাবে। জুন মাসে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ১৪তম নিষেধাজ্ঞা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস ও রাশিয়ার ছদ্মবেশী জাহাজ, যেগুলো বিশ্বজুড়ে রাশিয়ার তেল বহন করছে, সেগুলোও রয়েছে।

এর মধ্যে জি-৭ সম্মেলনে নেতারা চীন যাতে নিষেধাজ্ঞাকে বিভ্রান্ত করে রাশিয়াকে সহযোগিতা করতে না পারে, এ জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। ইউক্রেনকে ৫০ বিলিয়ন ডলার ঋণসহায়তা দিতে সম্মত হয়েছে। এই পদক্ষেপ নিশ্চিতভাবেই রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্পদ থেকে ভবিষ্যতে রাজস্ব আহরণ করা কঠিন করে তুলবে। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

যাহোক, রাশিয়াকে ঠেকাতে ও ইউক্রেনকে সমর্থন জোগাতে আরও পদক্ষেপ দরকার।

এরই মধ্যে ইউক্রেনের জন্য যে সমর্থন দেওয়া হচ্ছে, সেটা অব্যাহত রাখা দরকার। কিয়েভকে অবশ্যই আরও অস্ত্র ও গোলাবারুদ দেওয়া দরকার। আমরা সব দেশ, ইউক্রেনকে সামরিক ও আর্থিক—দুই দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সমর্থন দিয়ে চলেছি। আর যত দিন পর্যন্ত দরকার, তত দিন আমরা সেটা করে যাব।

কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ খাত, যেমন জ্বালানি, প্রযুক্তি ও আর্থিক খাতে নিষেধাজ্ঞা জোরালো করা দরকার। সীমান্তদেশ ও উৎসদেশ—সবাইকে একটা জায়গায় আসতে হবে, যাতে রাশিয়ার যুদ্ধযন্ত্র সচল থাকে, এমন পণ্য মস্কোয় না পৌঁছাতে পারে।

এলিজাবেথ সুভান্তেসুন সুইডেনের অর্থমন্ত্রী

স্টেফানি লুজ ডেনমার্কের অর্থমন্ত্রী

মার্ক ভর্কলিয়েভ এস্তোনিয়ার অর্থমন্ত্রী

রিকা পুরা ফিনল্যান্ডের অর্থমন্ত্রী

জিনতারে স্কাইস্তে লিথুনিয়ার অর্থমন্ত্রী

ইলকো হাইনেন নেদারল্যান্ডসের অর্থমন্ত্রী

আন্দ্রে দমাস্কি পোল্যান্ডের অর্থমন্ত্রী

দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে সেমিনার হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: শনিবার হাসনাবাদের হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের আই কিউ এ সি ও একাডেমিক সাব কমিটির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে একটি একদিনের রাজ্যস্তরীয় আলোচনা সভা।

এই আলোচনা সভায় সূচক বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেনের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. প্রদীপ্ত মুখার্জি। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন 'পরাধীন ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ, বিধবাবিবাহ প্রচলনের মধ্যেও নারীর ক্ষমতায়ন ছিল। আর একালে সামাজিকীকরণের মধ্যে দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে।'

এই আলোচনা সভায় বসিরহাট কোর্টের আইনজীবী শান্তনু চৌধুরী বলেন, 'নাবালিকারা পুরুষের লালসার শিকার হলে তার জন্য পকসো আইন আছে এবং সেই আইনের প্রয়োগও আছে। তবুও তাদের উপর অত্যাচার এখনও হয়ে চলেছে। তা বন্ধ করতে হলে একদিকে যেমন সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে অন্যদিকে পুরুষকেও সংযত হতে হবে।'

এদিনের আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ডায়মন্ডহারবারের ফকিরচাঁদ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, কলেজের দু'জন সহকারী অধ্যাপক ড. পারমিতা সরকার ও সৌমিতা মল্লিক, হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্তী বিশ্বাস যোদ্দার ও হিঙ্গলগঞ্জ মাইনরিটি উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হালিমা খাতুন। আবুল কালাম আজাদ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নারী-সুরক্ষা বিষয়ক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। জয়ন্তী বিশ্বাস যোদ্দার বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে কিভাবে নারীদের আরও বেশি করে শিক্ষাঙ্গনে উপস্থিত করা যায় সেজন্য যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে সেগুলির কথা, বিশেষ করে কন্যাশ্রী প্রকল্প সম্পর্কে জানান। হালিমা খাতুন ইতিহাসের বিশিষ্ট নারীদের প্রসঙ্গ তুলে উপস্থিত ছাত্রীদের উৎসাহিত করেন। ড. সরকার বলেন, দেশের উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সৌমিতা মল্লিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য নারীদের কথা বলেন যাঁরা পুরুষদের পাশাপাশি দক্ষ প্রশাসক হিসেবে কাজ করেছিলেন।

দুই পর্বে অনুষ্ঠিত এদিনের আলোচনা সভার প্রথম পর্ব পরিচালনা করেন কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মহাব্বতুন্নেসা খাতুন ও দ্বিতীয় পর্ব পরিচালনা করেন সংস্কৃত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. ঈশিতা দে। সেমিনারের শুরুতে অতিথি ও বক্তাদের কলেজের 'ওমেন স্টাডিজ'-এর ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তরীয় ও ফুলের স্তবক দিয়ে বরণ করে নেয়। আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন আই.কিউ.এ.সির কো-অর্ডিনেটর তথা ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. শামীম ভড়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কলেজের একাডেমিক সাব কমিটির আহ্বায়ক তথা ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মনামী মুখার্জি।

রাজ্যের সঙ্গে কথা না বলে জল ছাড়ছে ডিভিসি: আলাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন:রাজ্যের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে ডিভিসি জল ছাড়ছে। শনিবার নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন শুক্রবার ডিভিসি কুড়ি হাজার কিউসে জল ছেড়েছে। শনিবার পঞ্চাশ হাজার কিল সেক জল ছাড়ছে। আরো এক লক্ষ কিসের জল ছাড়বে বলে জানিয়েছে। রাজ্যের তরফে বারবার বলা হয়েছে আলোচনা করে জল ছাড়তে। কিন্তু রাজ্যের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে এইসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের তরফে টিবিসিকে বলা হয়েছে অনেকটা জল না ছেড়ে ধীরে ধীরে জল ছাড়তে। কিন্তু শনিবার দুপুর সাড়ে তিনটের সময় ডিবি শিপ দেওয়ার তথ্য অনুযায়ী মাইথন থেকে ১০,০০০ কিউ শেক এবং পাঞ্চেত থেকে ৬৫ হাজার কিসের জল ছাড়া হয়েছে। ফলে ৭৫ হাজার কিসের জল দামোদর নদী দিয়ে দুর্গাপুর পৌছাবে শনিবার রাতের মধ্যে। এই জল ছেড়ে ডিভিসির পক্ষ থেকে রাজ্য প্রশাসনকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম বর্ধমান জেলায় অতি বর্ষণে বিপর্যস্ত অবস্থা কথা বিবেচনা করে ইন্ডিয়াতে টিমকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে জেলা সদর আসানসোলে বলে জানিয়েছেন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে রাজ্যের শেষ দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে শনিবার ৫৯ হাজার ১৫০ কিউশেক জল ছাড়া হয়েছে।

হাওড়া জেলায় বন্যা কবলিত এলাকায় হিসেবে চিহ্নিত উদয়নারায়নপুর ব্লক। সেখানে জলের তরে হাওড়ার ঘোষাল পুর এলাকার মান্দারিয়া খালের উপর থাকা ঢালাই ব্রিজ ভেঙে পড়েছে। টানা বৃষ্টির জেরে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া করই রোড সংলগ্ন ফোড়ে নদীর সেতু জলে সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছে। আলমপুর গফুলিয়া গ্রামের একাংশ ডুবে গিয়েছে। অনেকেই ক্যানেল পারে তাবু খাঁটিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার রাত থেকে ক্রমাগত বৃষ্টির জেরে বীরভূমের লাভপুর ব্লকের সর্বত্র প্লাবিত হয়েছে। নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে কান্দর, কুলো কাপুর, হরিপুর, চতুর্ভুজ, জয়চন্দ্রপুর সহ আরো বেশ কয়েকটি গ্রাম।

সালারে বিপুল পরিমাণে ভোটার কার্ড জঞ্জালের স্তূপে, উঠছে প্রশ্ন

সাবের আলি ● সালার

আপনজন: কয়েক হাজার ভোটার কার্ড উদ্ধারের ঘটনায় শনিবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মুর্শিদাবাদ সালার থানার ক্যানেল পাড় কুলোরি মোড় সংলগ্ন এলাকায়। আজ সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা কান্দি -কাটোয়া রাজ্য সড়কের পাশে কুলোরি মোড় থেকে দত্তবরুটিয়া যাওয়ার দিকে একটি জঞ্জালে স্তুপের মধ্যে কিছু ভোটার কার্ড পড়ে থাকতে দেখতে পান। এরপর উৎসুক জনতা সেই কার্ডগুলো সরাতেই জঞ্জালে স্তূপের তলা থেকে উদ্ধার হয়, কয়েক হাজার ভোটার কার্ড। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে - উদ্ধার হওয়া কার্ডগুলোর মধ্যে যেমন প্রচুর পুরনো ভোটারকার্ড রয়েছে, তেমনই জঞ্জালের স্তুপ থেকে উদ্ধার হয়েছে নতুন ভোটারকার্ডও। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বেশ কিছুদিন আগে ক্যানেল পাড় এলাকায় জঞ্জালের স্তুপের মধ্যে ওই ভোটার কার্ডগুলো কেউ

বা কারা ফেলে দিয়ে যায়। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে বুঝতে পারেননি জঞ্জাল স্তুপের মধ্যে কি পড়ে রয়েছে। গত দু'দিনের বৃষ্টিতে জঞ্জালে স্তুপ কিছুটা ধুয়ে ক্যানেলের জলে মিশে যাওয়াতে ভোটার কার্ডগুলো বেরিয়ে পড়ে। রবিন শেখ নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন," গত এক সপ্তাহ আগে কেউ বা কারা জঞ্জালে স্তুপের মধ্যে ভোটার কার্ডগুলো ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। আমরা পূর্ব পাড়া গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দার ভোটার কার্ড ওই এলাকায় খুঁজে পেয়েছি। বিষয়টি সেই সময়ই পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল।" স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে -মুর্শিদাবাদ ছাড়াও সংলগ্ন পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রচুর ব্যক্তির ভোটার কার্ড তারা ওই জঞ্জালের স্তুপের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। জঞ্জালের স্তুপে পুরনো ভোটার কার্ডের পাশাপাশি নতুন অনেক কার্ডও খুঁজে পাওয়া গেছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি। সালার থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন - ক্যানেল পাড় থেকে ভোটার কার্ড উদ্ধারের ঘটনার পরেই পুলিশ এলাকাতে গিয়েছিল এবং এর পরই বিডিও অফিসের সাথে তারা যোগাযোগ করে। পুলিশ সূত্রের খবর -তাদের জানানো হয়েছে ,যে ভোটার কার্ডগুলো ক্যানেল পাড় থেকে উদ্ধার হয়েছে তার কোনও 'ডকুমেন্ট ভ্যালু' নেই বলেই সেগুলোকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং ক্যানেল পাড়ে 'ডাম্প' করা হয়েছিল।

সেতু ভাঙায় প্রতিদিন একটু একটু করে খাল গিলে খাচ্ছে চাষের জমি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সেতু ভেঙেছে, প্রতিদিন একটু একটু করে খাল গিলে খাচ্ছে তিন ফসলী চাষের জমি - দিশেহারা কোতুলপুরের ডিঙাল খাল পাড়ের বাসিন্দারা । সেতুর দুপাশের সংযোগকারী রাস্তা আগেই ভেঙেছে। খালের মাঝখানে কোনোরকমে সেতু নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখলেও তা দিয়ে খাল পারাপার চলে না। ভারী বর্ষায় সেই খালই এবার গিলে খাচ্ছে দুপাড়ের তিন ফসলী জমি। প্রতিদিন একটু একটু করে খাল এগিয়ে আসায় বিঘের পর বিঘে জমি হারানোর যন্ত্রনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের ডিঙাল খাল পাড়ের বাসিন্দারা।

বাঁ কুড়ার কোতুলপুর ব্লকের ডিঙাল খাল। সারাবছর এই খাল শুকনো পড়ে থাকলেও বর্ষায় সেই খালই হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। দুপাড় ভাসিয়ে খাল দিয়ে বেগে বইতে থাকে জল। বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় দুপাড়ের যোগাযোগ। বছর কয়েক আগে দুপাড়ের মানুষের এই যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখতে ডিঙাল খালের উপর সেতু তৈরী করেছিল প্রশাসন। কিন্তু তৈরীর পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ডিঙাল সেতুর দুপাশের সংযোগকারী রাস্তা ভাসিয়ে নিয়ে যায় ডিঙাল খালের জল। খালের মাঝখানে ঝুলে থাকে সেতুর কংক্রিটের অংশ। ফলে বর্ষা এলেই ফি বছর আজো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় দুপাড়ের মানুষের যোগাযোগ। তবে শুধু সেতুর সমস্যাই নয় ডিঙাল খাল পাড়ের মানুষের কাছে এখন সবথেকে বড় সমস্যা ভাঙন। ভাঙনের গ্রাসে প্রতিদিন একটু একটু করে খালের গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে তিন ফসলি জমি। বিঘের পর বিঘে ফলন্ত জমি হারিয়ে এখন স্থানীয়দের সম্বল শুধুই চোখের জল। ডিঙাল খালের পাড় বাঁধানোর পাশাপাশি হারানো ফসলের ক্ষতিপূরণ না মিললে বছরভর অনাহারে দিন কাটানোর আশঙ্কা এখন তাড়া করে বেড়াচ্ছে খাল পাড়ের গ্রামের মানুষকে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে স্থানীয় বিধায়ক আস্বাস দিয়েছেন দ্রুত সেতু মেরামতির পাশাপাশি খাল পাড়ের ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

কর্মীদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, হাসপাতালে বৈঠক সিএমওএইচের

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসির পুরসা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। এবার হাসপাতালের বিএমওএইচ আচরণের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত অধিকাংশ কর্মচারীরা। কয়েক দিন আগেই হাসপাতালে কর্মচারীদের পক্ষ থেকে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কর্মচারীদের সাথে বৈঠক করতে এদিন হাসপাতালে আসেন পূর্ব বর্ধমান জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমরম। সুত্রের খবর, দ্বাররুদ্ধ বৈঠকে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ সময় কর্মচারীরা এক সুরে জানাই, এই বিএমওএইচ থাকলে তারা কাল থেকে কাজে আসবেন না। এর পরই সবাই এক রকম চুপ হয়ে যান। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক।

হাসপাতালের এক স্থায়ী কর্মী জানান, কয়েকদিন আগেই তারা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে লিখিত অভিযোগ করেছেন। যেখানে একপ্রকার সবাই স্বাক্ষর করেছেন। এরপর থেকেই হাসপাতালে অচলাবস্থা হবার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে স্টাফদের এক অংশ। উল্লেখ্য, কয়েক মাস ধরেই হাসপাতালের পরিসেবা নিয়ে বিএমওএইচ ডাক্তার পায়েল বিশ্বাস এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন এলাকার শতশত

মানুষ। সেই দাবীরও মুল্য দিতে এলাকাবাসীদের সাথে একপ্রস্থ আলোচনা করেন জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক। তিনি তাদের কাছে হাসপাতালে পরিসেবা মুলক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন।

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেম্ব্রম জানান, স্টাফদের লিখিত অভিযোগ পেয়ে তিনি এখানে এসেছেন। গ্রামবাসীদের সাথে আলোচনা করেছেন। তিনি সব তথ্য উদ্বোতন কতৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন। সেখান থেকে নির্দেশ আসার পরই পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারবেন। এলাকাবাসীদের প্রতিনিধি ফিরোজ আহম্মদ, নাজমুল জামাদাররা জানান, তারা বিএমওএইচ এর অপসারণের জন্য পূর্বেই অভিযোগ জানিয়েছেন। এদিন থেকে তারা অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করতে উদ্দ্যোগ নিয়েছিলেন। তবে বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুরোধ আসায় তারা তা স্থগিত রেখেছেন। তাছাড়াও জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক তাদের একমাস অপেক্ষা করতে বলেছেন।

শুয়োরের আক্রমণে জখম দুই

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বুনো শুয়োরের আক্রমণে জখম হল দুই ব্যক্তি। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে রানিতলা থানার আখরীগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের চর নতুন রাজাপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চরের কৃষি জমিতে পাট কাটতে গিয়েছিল কয়েকজন কৃষক। পাটের জমিতে লুকিয়ে থাকা বুনো শুয়োর হঠাৎ আক্রমণ করে বসে তাদের উপর। বাবুলাল মন্ডল ও প্রসেনজিৎ মন্ডল নামে দুই কৃষক গুরুতর আহত হয়। তাদের স্থানীয় নসিপুর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায় কর্মরত কৃষকরা। জখমদের শারীরিক

অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রেফার করা হয়। তাদের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছে বলে পরিবার সূত্রে খবর। স্থানীয় কৃষক তারাপদ মন্ডল বলেন, 'আখরীগঞ্জের চর এলাকায় বুনো শুয়োর ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে। কখনো কখনো এভাবে আমাদের উপর আক্রমণ করছে। আহত হচ্ছে কৃষকরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাফার জোনের রবীন্দ্র মূর্তি সরানো হচ্ছে বিশ্বভারতীতে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শান্তিনিকেতনের বাফার জোনের মধ্যে প্রায় ১৫ ফুটের রবীন্দ্র-মুতি বসিয়েছিল বোলপুর পৌরসভা। মূর্তি বসানো কে কেন্দ্র করে ঘোর আপত্তি তুলে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। যদিও হস্তশিল্প মার্কেটে সামনে একটি ছোট্ট রবীন্দ্র মূর্তি ছিল। তাই সেখানে একটি বড় রবীন্দ্র মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল বোলপুর পৌরসভার তত্ত্বাবধানে। এই মূর্তি বসানো নিয়ে অনেক বিতর্ক শুরু হয় তাই বোলপুর পৌরসভা ওই রবীন্দ্র মূর্তি সরিয়ে নিচ্ছে। কারণ বিশ্বভারতীতে কোন মূর্তি পূজা হয় না তাই বিতর্ক এড়াতে আপাতত রবীন্দ্র মুতি সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

অজগর উদ্ধার রাজনগর এলাকায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা বৃষ্টিপাত।সেই জলের তোড়ে বা অন্যান্য জায়গা থেকে বেরিয়ে আসছে সাপ। সেরূপ শনিবার রাজনগর ব্লকের গোয়াবাগান গ্রামে একজনের বাড়ির ভেতর থেকে প্রায় ৯ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।জানা যায় রাজনগরের গোয়াবাগান গ্রামের একটি গোয়াল বাড়ির ভেতর থেকেই ৯ ফুট লম্বা অজগর সাপটি উদ্ধার করে এক বনকর্মী।বাড়ির লোকেরা প্রথম অজগর সাপটি দেখতে পান গোয়াল ঘরের ভেতর।বিরাট লম্বা আকারের সাপটি দেখা মাত্র আতঙ্কিত হয়ে পড়ে বাড়ির লোকেরা এবং সাথে সাথে বনদপ্তরকে খবর দেওয়া হয়। সেইমতো বনকর্মী বিমল মাহাতো ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় ৯ ফুট লম্বা অজগরটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন এবং বস্তায় ভরে অজগরটিকে লোকালয় থেকে দূরবর্তী নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়।

'খেলা হবে' দিবস পালিত হবে রাজ্যে

সমীর দাস ● কলকাতা

আপনজন: একে 'গৌরী সেন' বললে অনেক কম বলা হয়। প্রবল আর্থিক সংকট রাজ্য সরকারের। তার মধ্যে ১৫ হাজার টাকা করে বেড়ে গেলো পূজা অনুদান। এবার 'খেলা হবে' অনুদান প্রতি ক্লাবকে আরো ১৫ হাজার টাকা করে। বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর খেলা হবে দিবস পালনের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর জন্যে ১৬ অগস্টের দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালের ১৬ অগস্ট ইডেন গার্ডেন্সে একটি ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। তাতেই ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এই আবহে সেই দিনটিকে 'ফুটবল লাভার্স ডে' হিসেবে পালন করা হয় ময়দানে। সেজন্য ১৬ অগস্টকে বেছে নেন মুখ্যমন্ত্রী।

একথা তো ঠিক ক্লাব মানেই একদম নতুন প্রজন্ম। তারা উদ্দাম গতিতে এগিয়ে যেতে পারে। আবার তারাই নির্বাচনও করাতে পারে।

ওয়ানাডে সেনাদের সঙ্গে উদ্ধার কাজে এসডিপিআই কর্মীরাও

আপনজন ডেস্ক: ৫ দিন পূর্বে কেরালার ওয়ানাডে ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে, আনুমানিক ৪০ কিলোমিটার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ধ্বসে যাওয়া ভূমি ছড়িয়ে যায়। এখন পর্যন্ত ৩৫০ টা মৃত্যু দেহ উদ্ধার হয়েছে, এখনও দুই শতাধিক মৃত দেহ নিখোঁজ। উদ্ধার কাজে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে, সেনার সাথেই যৌথভাবে উদ্ধার চালিয়ে যাচ্ছে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার ভলেন্টিয়াররা। গণ মাধ্যমে সম্প্রচার হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে এসডিপিআই-এর ভলেন্টিয়াররা যাবতীয় বিপদকে উপেক্ষা করে উদ্ধার করছে, এমনও মৃত দেহ উদ্ধার করছে যাদের শুধু একটা পা বা একটা হাত আছে। কেরলের ওয়ানাডে হওয়া দুর্যোগ কতটা ভয়ংকর তা এখান থেকেই উপলব্ধি করা যায়– এখন পর্যন্ত যেই ৩৫০ জনের মৃত্যু দেহ উদ্ধার হয়েছে তার মধ্যে মাত্র ১৪৬ জনকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও ৭০৭ টা পরিবার থেকে ২৫৯৭ জনকে উদ্ধার করে ১৭ টি রিলিফ ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। সরকারের তরফে সম্পূর্ণ জেলা জুড়ে ৯১ টি ক্যাম্পে ১০.০০০ মানুষকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দুদিন টানা বৃষ্টিপাতে ভেঙে গেল একাধিক অস্থায়ী গড়া ফেরিঘাট

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: আচমকা ময়ূরাক্ষী নদীতে বাড়ল জলস্তর। আর এই জলস্তর বেড়ে যাওয়ার কারণে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর ভেঙে গেল একাধিক ফেরিঘাট, সমস্যায় পড়ল নিত্যযাত্রীরা! মূলত বৃহস্পতি ও শুক্রবার দুদিন ধরে হয়েছে টানা বৃষ্টিপাত আর তারপরেই তিলপাড়া জলাধার থেকে ময়ূরাক্ষী নদীতে ছাড়া হয়েছে জল। শনিবার সকালে তিলপাড়া জলাধার থেকে ময়ূরাক্ষী নদীতে প্রায় ৫০০০ কিউশেক জল ছাড়া হয়েছে। আর এই জলস্তর বেড়ে যাওয়ার কারণে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর ভেঙে গেল একাধিক অস্থায়ী ফেরিঘাট। মূলত ময়ূরেশ্বরের দিক থেকে সাঁইথিয়া শহর যাওয়ার জন্য খুব সহজেই পারাপার করা যেত ভাবঘাটি পীরতালা ফেরিঘাট ও সাঁইথিয়া তালতলার ফেরিঘাট হয়ে, তবে শুক্রবার মধ্যরাতে আচমকায় ময়ূরাক্ষী নদীতে জল বেড়ে যাওয়ার কারণে সেই ফেরিঘাট দুটি এখন জলের তলায়। যার ফলে যাতায়াতের সমস্যার মুখে পড়েছে নদীর দুই প্রান্তের মানুষজন। শুক্রবার মধ্য রাত থেকে নদী পারাপারের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে যানবাহন চলাচল। ঝুঁকিপূর্ণভাবে সাঁইথিয়া রেল ব্রিজের উপর হয়ে মানুষজন পায়ে হেঁটে ও সাইকেল নিয়ে পারাপার করছেন।

মানুষের পাশে দাঁড়াতে হাঁটু জলে নামলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: এক হাটু জলে নেমে পড়লেন বিধায়ক, হুগলির বহু জায়গাতে তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি, গ্রামকে গ্রাম ডুবে গেছে' ভাসছে ঘরবাড়ি দেখার কেউ নেই বলার কেউ নেই, সেই প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে গেলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, জানা যাচ্ছে চুঁচুড়া বিধানসভার পোলবা পঞ্চায়েতের চড়ুইডাঙ্গা ও আঁতুড়গড় দুটি গ্রাম এই মুহূর্তে জলের তলায়, ডুবে গেছে সমস্ত বাড়িঘর গ্রামের সমস্ত মানুষকে আশ্রয়িত হতে হয়েছে পোলবা গার্লস হাইস্কুলে, সেই সমস্ত প্রত্যন্ত গ্রামগুলি ঘুরে দেখলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, সাধারণত দুর্গাপুর থেকে পশ্চিমবঙ্গকে না জানিয়েই ব্রিজের জল ছেড়ে দেওয়ার কারণে জলের তলায় চলে গেছে বাংলার বহু গ্রাম, আস্তে আস্তে এখনো জল ঢুকছে হুগলিতে আশঙ্কা বহু গ্রাম জলের তলায় চলে যেতে পারে, এদিন বিধায়ক গ্রামগুলি পরিদর্শনে গিয়ে নেমে পড়লেন এক হাঁটু জলে, ঘুরে দেখলেন পুরো গ্রাম, যে জলে সাধারণ মানুষ নামতে ভয় পাচ্ছে, সেই জলে নেমে পড়লেন বিধায়ক, তিনি বললেন আমার বিধানসভার মানুষদের পাশে আমাকেই থাকতে হবে তাই মানুষ অসুবিধায় পড়লে আমাকেই দেখতে হবে। এখন আর বিজেপিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যখন ভোট হয় তারা আসে আবার ভোট যখন চলে যায় তারা ফিরে যায়, তারা হলেন সিজনাল পাখি, ইতিমধ্যে বিধায়ক পোলবা বিডিওর সাথে কথা বলে স্কুলে আশ্রয় নেওয়া সমস্ত মানুষের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন, তিনি জানালেন বহু ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে তাদের জন্য দুধের ব্যবস্থা করতে হবে, বিডিওকে বললাম যদি রাত অব্দি ব্যবস্থা হলে ভালো না হলে রাত্রে আমি ব্যবস্থা করে যাব, সাধারণত প্রতিটা মুহূর্তেই চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারকে দেখা যায় তার এ্যকটিভ মুডে, কখনো পুকুর বোঝানো কখনো গাছকাটা খবর পেলেই ছুটে যেতে দেখা যায় তাকে। তিনি বললেন আগামী ২০২৬ পর্যন্ত কোন ভোট নেই। কিন্তু আমি মানুষের পাশে থাকব।

জল যন্ত্রণায় ভুগছে গ্রাম, বৃষ্টিতে কোথাও কোমর জল

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: জল যন্ত্রণায় ভুগছে গ্রামবাসী, বৃষ্টিতে কোথাও হাঁটু, কোথাও প্রায় কোমড় সমান জল। বেহাল নিকাশির জেরে কার্যত ঘরবন্দী মানুষ। জলে ডুবে এলাকার রাস্তাঘাট।এই ছবি মালদহের হবিবপুরের আইহো পঞ্চায়েতের বক্সীনগর, বিবেকানন্দপল্লী,ভরপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকার। চরম দুর্ভোগে পড়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

মালদহের আইহো পঞ্চায়েতের জমা হয়েছে আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার বৃষ্টির জল জমে। এলাকায় জল নিকাশি নেই। যেসব নর্দমা ড্রেন আবর্জনা জমা হয়ে নিকাশের পথ বন্ধ। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে শুক্রবার ভারী বৃষ্টি হয় মালদহে। এলাকায় মানুষজনের বাজারহাট, চিকিৎসা, স্কুল,কলেজ যাতায়াত সবই হয় বন্ধ, নয়তো পার হতে হচ্ছে জল ভেঙে। এমনকী পানীয় জলের কল পর্যন্ত জলের তলায়। ফলে খাবার জল সংগ্রহ করতেও চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। প্রায় শতাধিক বাড়ির বাসিন্দারা বিপাকে পড়েছেন। সকলেরই দাবি, জল নিকাশি সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে। এদিকে নিকাশির ব্যর্থতা নিয়ে শুরু হয়েছে তৃণমূল- বিজেপি চাপানউতোর।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

■ প্রবন্ধ: রবীন্দ্র-ছোটগল্পে দুই কিশোরের মৃত্যু: কিছু প্রশ্ন
■ নিবন্ধ: 'বৈজ্ঞানিকের পোশাকে বিপ্লবী' আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
■ অণুগল্প: সৌদামিনীর সংসার
■ ধারাবাহিক গল্প: রূপা এখন একা
■ ছড়া-ছড়ি: লুকোচুরি

রবীন্দ্র-ছোটগল্পে দুই কিশোরের মৃত্যু
কিছু প্রশ্ন

রবীন্দ্র-ছোটগল্প 'ছুটি'-র শেষ বাক্যে বলা হয়েছে 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।' যদিও ফটিক শহরের স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়িতেই ফিরতে চেয়েছিল। সেই ফেরা আর হয়নি। ফটিক চক্রবর্তী গ্রামের ছেলেদের দলের সর্দার। খেলার ছলে নানা রকম বালকোচিত দুষ্টুমি করে। অপরদিকে 'সম্পত্তি সমর্পণ' ছোট গল্পে সপুত্র গৃহছাড়া হন নিতাই পালের বাবা বৃন্দাবন কুণ্ডু। সেই দুই কিশোর কাহিনী নিয়ে লিখেছেন ড. শেখ কামাল উদ্দীন।

'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।' কথাগুলি ফটিকের। পৌষ ১২৯৯ এর 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র-ছোটগল্প 'ছুটি'-র শেষ বাক্য। এই ছুটি আপাত-সাধারণ কোন ছুটি নয়। যদিও ফটিক শহরের স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়িতেই ফিরতে চেয়েছিল। সেই ফেরা আর হয়নি। ফটিক চক্রবর্তী গ্রামের ছেলেদের দলের সর্দার। খেলার ছলে নানা রকম বালকোচিত দুষ্টুমি করে। গল্পের শুরুতেই দেখি, নদীর ধারে বেশ বড় একটা শালকাঠ পড়েছিল। সেটিকেই খেলার বস্তু ভেবে ঠেলে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া স্থির হল। এমন সময় ফটিকের ছোটভাই মাখন সেই কাঠের উপর উঠে বসলে ভাইকে সহ ফটিকের নেতৃত্বে ছেলেরা কাঠ গড়াতে শুরু করে। মাখন উল্টে পড়ে। ফল যা হওয়ার তাই হল। কিছুক্ষণ পরে মায়ের ডাক পড়ল। ছোট ভাইকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত ফটিককে তার মা ফটিকের পিঠে দু' তিনটি চড় বসিয়ে দিলেন। ফটিকও মাকে ঠেলে দিল। এমন সময় ফটিকের শহুরে মামা সেখানে উপস্থিত হন। দাদা-বোনের পরামর্শে স্থির হল ফটিককে শহরের স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হবে। কথামতো কাজও হল। অন্তহীন উৎসাহ নিয়ে ফটিক শহরে এল। মামির সঙ্গে আলাপ হল। কিন্তু মামীর স্নেহ পেল না। স্কুলে ভর্তি হল। স্কুলেও তার মত 'নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না।' ফটিক সর্বত্র বেমানান। শহরে বেড়ানোর মাঠ নেই। নদীতীর নেই। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটার মত নদী নেই। সমবয়সী ছেলেদের নিয়ে উপদ্রব করার জায়গা নেই। বড়কথা সেখানে তার মা নেই। গ্রামে মায়ের কাছে ফিরে আসার জন্য সে অস্থির হয়ে পড়ে। মামাকে জিজ্ঞাসা করলে, মামা বলেন, 'স্কুলের ছুটি হোক।' স্কুলের বই হারিয়ে ফেলে নতুন বই কিনে দেওয়ার কথা বললে মামীর কথায় ফটিকের মনে হতে লাগল, সে বোধ হয় পরের পয়সা নষ্ট করছে। মনের মধ্যে একটা হীনতা ও দীনতা কাজ করতে শুরু করে। সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পর তার মাথাব্যথা শুরু হয়, গা সিরসির করতে থাকে, জ্বর আসে। মামার বাড়ি থেকে লুকিয়ে চলেও আসতে চায় মায়ের কাছে। কিন্তু পুলিশে ধরা পড়ে ফিরে যেতে হয় মামার বাড়িতেই। জ্বর তীব্রতর হয়। ভুল বকতে শুরু করে ফটিক। ডাক্তার এসে জানান, 'অবস্থা বড়োই খারাপ'। ফটিকের মাকে খবর দেওয়া হয়। মা এসে ফটিকের শয্যায় আছড়ে পড়লে ফটিক বলে, 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।' স্নেহাতুর বালক ফটিক অকালে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল কার দোষে? কি এমন বেশি চেয়েছিল সে! মামির ভালবাসা চাওয়া কি খুব অন্যায় ছিল! গ্রামের শিকড় ছিন্ন করে পাষাণী শহরের স্কুলে ফটিকের মত ছেলেকে ভর্তি করে দেওয়া কি ঠিক হয়েছিল তার মামার পক্ষে! এরকম অনেকগুলো প্রশ্ন মৃত্যুর সময় পাঠকের সামনে রেখে যায় ফটিক।

১২৯৮ এর 'সাধনা'র পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সম্পত্তি সমর্পণ' ছোটগল্পটি বিচিত্র গল্প-১ এর অন্তর্গত। যঞ্জনাথ কুণ্ডুর মিতব্যায়িতা এমন জায়গায় পৌঁছায় যে ছেলে বৃন্দাবন কুণ্ডু পত্নী বিয়োগের পর সপুত্র গৃহছাড়া হয়। নিঃসঙ্গ যঞ্জনাথ একা থাকতে থাকতে ক্রমশ হাঁপিয়ে ওঠে। নাতি গোকুলচন্দ্রের অভাব, তার দুষ্টুমি টের পেতে শুরু করে। তাই সম্পূর্ণ অপরিচিত বালক নিতাই পালকে পেয়ে তিনি সগৃহে এনে তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। গ্রামের লোকেরা যঞ্জনাথের এই আচরণে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তারা নিতাই পালের বাবার সন্ধানে উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। এই উদ্বিগ্নতা নিতাইয়ের প্রতি তাদের ভালোবাসা বলে মনে হয় না বরং তারা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন এই ভেবে যে, যঞ্জনাথ মৃত্যুর পর তার সমস্ত সম্পত্তি এই নিতাইকেই হস্তান্তর করে যাবে। যঞ্জনাথ খবর পেলেন নিতাইয়ের বাবা তার হারানো ছেলের খোঁজে তাদেরই গ্রামের দিকে আসছেন। ভয়ে যঞ্জনাথ বালক নিতাইকে এক মন্দিরের নিচে এক গর্তে তার গচ্ছিত সমস্ত ধন-সম্পত্তি সমেত লুকিয়ে রেখে উপরে উঠে মাটি চাপা দিয়ে দেন। তার আগে মন্ত্র উচ্চারণে যঞ্জনাথ নিতাইয়ের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করে নেন যে, যঞ্জনাথের পুত্র বৃন্দাবন, বৃন্দাবনের পুত্র গোকুল চন্দ্র কিংবা তাদের কোন উত্তরাধিকারী এলে নিতাই সেই সম্পত্তি সেই উত্তরাধিকারীর উপর সমর্পণ করতে বাধ্য থাকবে। নিতাইকে মন্দিরের নিচের রুদ্ধ ঘরে রেখে উপরে ওঠার সময় যঞ্জনাথ শুনতে পায়, নিতাই বলছে, 'দাদা, আমি বাবার কাছে যাব।' যঞ্জনাথ উপরে উঠে মই তুলে নিয়ে ছিদ্রমুখে পাথর চাপা দেওয়ার সময় রুদ্ধকণ্ঠে নিতাইয়ের শেষ 'বাবা' ডাক শুনতে পেলেন। উপরে উঠেও পিছন থেকে শুনতে পেলেন কেউ যেন 'বাবা' বলে ডাকছে। পিছনে তাকিয়ে দেখেন, তার পুত্র বৃন্দাবন কুণ্ডু তাকে 'বাবা' বলে ডাকছে। আরও জানতে পারেন, বাবার কিপটেমির ফলে সে নিজে তার নাম বৃন্দাবন কুণ্ডু পাল্টে দামোদর পাল আর তার পুত্র, যঞ্জনাথের নাতি গোকুলের নাম পাল্টে নিতাই পাল রাখে। মুহূর্তেই যঞ্জনাথের কাছে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। যঞ্জনাথের কৃতকর্মের ফলে অকালে প্রাণ হারায় কিশোর নিতাই পাল ওরফে গোকুলচন্দ্র কুণ্ডু। গোকুলের মৃত্যু এই প্রশ্ন তুলে দিয়ে যায়, পিতামহের কিপটেমির ফলে কেন একজন কিশোরের অকাল মৃত্যু হবে? প্রশ্ন রেখে যায় সম্পত্তি বড়, নাকি মানুষ বড়! সম্পত্তির জন্য মানুষ নাকি মানুষের জন্য সম্পত্তি! এখনও খবরের কাগজ কিংবা টিভির সংবাদে দেখি, সম্পত্তির লোভে কখনও পুত্র-পুত্রবধূ শ্বশুর-শাশুড়িকে গৃহহীন করছে, ভাই ভাইকে মারছে! বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই কতকাল আগে বলে গিয়েছিলেন, 'অর্থই অনর্থের মূল'। তাই-ই যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পের মধ্যে দিয়ে একালে এসে উপস্থিত হয়েছে, আর এখানেই গল্পটি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

ফটিক ও গোকুল ওরফে নিতাই– এই দুই কিশোর চরিত্রের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দুজনেই গ্রাম্য বালক। দুষ্টুমি নিত্য সঙ্গী।

গ্রামের বালকদের সর্দার ফটিক নদীর ধারে একটি বড় শাল কাঠ পড়ে আছে দেখে সেটিকে সকলে মিলে গড়িয়ে নিয়ে যাবে বলে স্থির করল। ফটিকের ভাই মাখনলাল এসে সেই শাল কাঠের উপর বসলে তারা দ্বিগুণ উৎসাহে 'মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো' বলে মাখনলাল সমেত শালকাঠটিকে ঠেলতে শুরু করল। শাল কাঠটি এক পা ঘুরতে না ঘুরতেই মাখন 'ভূমিসাৎ হইয়া গেল'। ফটিক মাটি থেকে উঠে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে গেল। মাখনলালের আঘাত সম্পর্কে উদাসীন 'ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকার গোলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।' আবার কখনও ফটিক প্রকাণ্ড একটা ঢাউস ঘুড়ি নিয়ে উন্মুক্ত মাঠে দৌঁড়ে বেড়াচ্ছে, নদীতে যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটছে। এমনকি দলবল নিয়ে নানা রকম উপদ্রব করে বেড়াচ্ছে। এই যদি হয় ফটিক এবার তা'হলেয়দেখে নেওয়া যাক, গোকুল ওরফে নিতাইকে। গোকুল নিতাই নাম নিয়ে গ্রামে ফিরে অনতিবিলম্বে বালকদের সর্দার হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়, 'একজন অপরিচিত বালক গ্রামের ছেলেদের সর্দার হইয়া উঠিয়া একটা সম্পূর্ণ নতুন উপদ্রবের পন্থা নির্দেশ করিতেছে। অন্যান্য বালকেরা তাহার চরিত্রের বল এবং কল্পনার নতুনত্বে অভিভূত হইয়া কায়মনে তাহার বয়স মানিয়েছে।' অর্থাৎ দুই কিশোরই নিজগুণে দলনেতা হিসেবে অল্প বয়সেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। দুষ্টুমিতে গোকুল কম যায় না! কখনও অপরিচিত যঞ্জনাথের গায়ের কাছে গিয়ে চাদর ঝাড়া দেওয়ায় বন্ধন মুক্ত হয়ে একটা গিরগিটি তাঁর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কখনও বা যঞ্জনাথে কাঁধ থেকে গামছাটি খুলে নিয়ে নিজের মাথায় পাগড়ির মতো করে বাঁধে। পড়াশোনাতেও দু'জনেই সমান পারদর্শী! কেন নিতাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এল, যঞ্জনাথ জিজ্ঞাসা করলে নিতাই উত্তরে বলে, 'আমার বাপ আমাকে পাঠশালায় দিতে চায়।' ফটিকের পড়াশোনা সম্পর্কে তার মা দাদাকে ফটিকের 'পাঠে অমনোযোগ' সম্পর্কে জানায়। মামার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে স্কুলে ভর্তি হলেও ফটিকের 'একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না,' অন্যদিকে 'মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন।' অন্যদিকে তাদের দু'জনেরই মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না। তাদের অকাল প্রয়াণে ফটিক বা গোকুল ওরফে নিতাই-এর নিজেদের কোন দায় ছিল না। ফটিক পিতৃহারা আর গোকুল বা নিতাই মাতৃহারা। দু'জনেই ছেলেবেলায় সংসারে পিতা-মাতার স্বাভাবিক স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়। মৃত্যুর সময় ফটিক খোঁজে তার মাকে আর নিতাই বা গোকুল খোঁজে তার বাবাকে। মা-কে কাছে না পেয়ে বিকারগ্রস্ত ফটিক বিড়বিড় করে বলতে থাকে, 'মা, আমাকে মারিস নে মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করিনি।' আর অন্তিম মুহূর্তে ফটিক মৃদুস্বরে বলে, 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

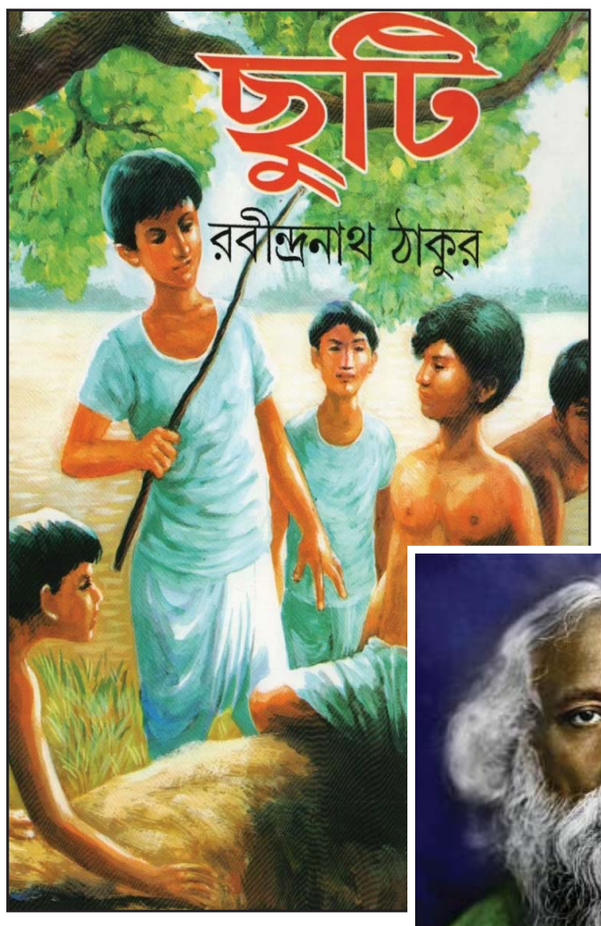

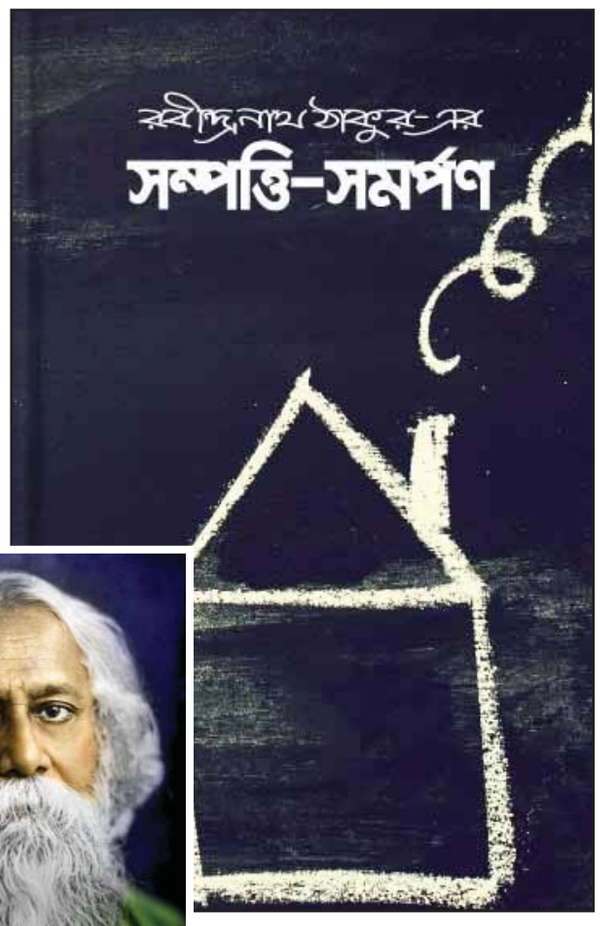

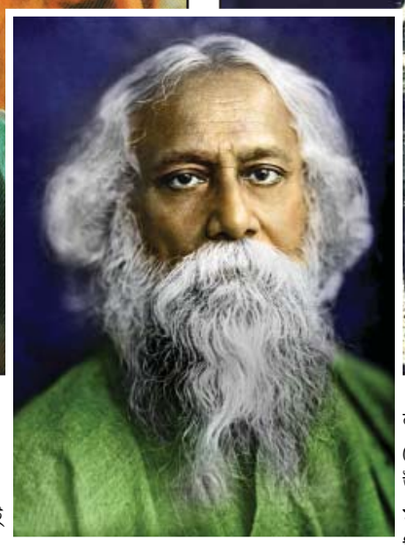

'বৈজ্ঞানিকের পোশাকে বিপ্লবী'
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

এম ওয়াহেদুর রহমান

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন ভারতীয় রসায়নের জনক, অন্যতম দেশপ্রেমিক , শিক্ষক, দার্শনিক ও কবি। তিনি বাঙালি জনগণের হৃদয়ে পি সি রায় নামে ও পরিচিতি লাভ করেছিলেন।আজ আমরা যে মার্কারি (I) নাইট্রেট কিংবা মারকিউরাস নাইট্রেট (Hg No2) ব্যাবহার করি তা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আবিষ্কার করে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি রসায়নবিদ বা বিজ্ঞানী হিসেবে বিশ্ব মাঝে খ্যাতি অর্জন করলেও তাঁর অন্তরে গ্রোথিত ছিল দেশপ্রেম। বিজ্ঞান সাধনার পাশাপাশি তাঁর স্বপ্ন ছিল এমন এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেখানে দেশবাসী জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হবে। তার সাথে সাথে বিদেশি পন্য বর্জন করে দেশজ পন্য ব্যবহারে উপযোগী হয়ে উঠবে।তাই তিনি বলেছিলেন, ' দেশের জন্য প্রয়োজন হলে বিজ্ঞানীকে টেস্ট টিউব ছেড়ে গবেষণাগারের বাইরে আসতে হবে। বিজ্ঞানের গবেষণা অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু স্বরাজের জন্য সংগ্রাম অপেক্ষা করতে পারে না।' আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন বনেদি পরিবারের সন্তান। তিনি ছেলেবেলা থেকেই সব বিষয়ে তুখোড় তথা প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন। শিক্ষকতার জন্যই তিনি 'আচার্য ' হিসেবে আখ্যায়িত হন। আচার্য দেবের দেশপ্রেম তাঁকে ইউরোপ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। দেশে এসে ও তিনি তাঁর স্বদেশ প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি শ্রেনি কক্ষে ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় লেকচার দিতেন। কেননা বাংলা ভাষা তাঁর অস্তিত্বের সাথে মিশে ছিল। তিনি তাঁর অসাধারণ বাচনভঙ্গির দ্বারা ছাত্র - ছাত্রীদের মন অনায়াসেই জয় করে নিতেন। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত উৎসাহীও নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী সর্বোপরি উদারপন্থী।

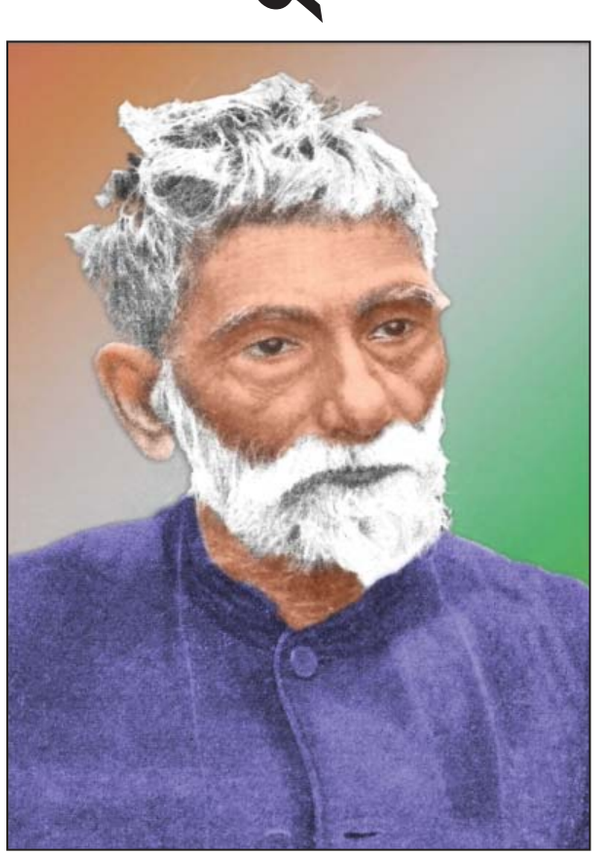

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন একজন কট্টর জাতীয়তাবাদী। ব্রিটিশদের দমন - পীড়ণ নীতির ফলে ভারতীয় সমাজের যে অবনতি ঘটেছিল তা তিনি জনসমক্ষে উপস্থাপন করেছিলেন এবং তার কারখানায় তাদের আশ্রয় ও খাবারের ব্যবস্থা করতেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দেশের প্রতি প্রেম সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে। দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তায় তিনি মগ্ন থাকতেন। তিনি মারকিউরাস নাইট্রেট ছাড়া ও বারোটি যৌগিক লবণ এবং পাঁচটি থায়োএস্টারের আবিষ্কারক ছিলেন। তাঁর হাতেই সৃষ্টি হয়েছিল ভারতের প্রথম ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্জল। একজন খ্যাতিমান বিজ্ঞানী হয়ে ও তিনি স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্যায় থেকেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরে তাঁর নাম লেখা হয়েছিল ' বিজ্ঞানী বেশে বিপ্লবী '। তিনি কিংবদন্তি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কারণ তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের অস্ত্র কেনার টাকা দিতেন।বিজ্ঞান কলেজে ও পাঠদান কালে তিনি যে বেতন পেতেন তার অধিকাংশই দান করে দিতেন ছাত্র - ছাত্রীদের উন্নতির জন্য। ১৯২২ সালের উত্তরবঙ্গের ভয়ঙ্কর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের তিনি তাঁর সর্বস্ব দান করে দিয়েছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গান্ধীজির নীতি অনুসরণ করে অবসর সময়ে চরকা দিয়ে সুতো কাটতেন। তিনি দারিদ্র্য বিমোচনে দরিদ্র মানুষের সেবা করেছেন নির্দ্ধিধায়। দেশের মাটি ছিল তাঁর আত্মার অন্তরের অন্তঃস্থলে। তাই তিনি দেশিয় পন্যের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি দেশিয় শিল্পের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ' পড়, কারিগরি শিক্ষা অর্জনের জন্য, চাকরি না করে ব্যাবসা করো , একটা জাতি শুধুমাত্র কেরানী বা মসীজীবী হয়ে টিকে থাকতে পারেনা। বিজ্ঞান চর্চার সুফল তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন গণমানুষের নিকটে। তাঁর জীবনের সবটুকু জুড়েই ছিল এ দেশের মানুষ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অনেক মাসিক পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপন করলেও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বাংলায় অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনী ' লাইফ অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স অফ আ বেঙ্গলি কেমিষ্ট ' দুটি খন্ডে প্রকাশ করে ভারতীয় যুবকদের উৎসর্গ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি লিখেছিলেন ' A History of the Hindu Chemistry from the Earliest Times to the Middle of Sixteenth century (1902) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন অত্যন্ত মানবিক, যুক্তিনির্ভর তথা অসাম্প্রদায়িক। তিনি বলতেন সবার আগে মানুষ, তারপরে ধর্ম।রসায়ন দিয়ে শুধু রসায়ন শিক্ষাই নয়,ছাত্র - ছাত্রীদের মনে ধর্মান্ধতার মূল শেকড় উপড়ে ফেলে ছিলেন তিনি। বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদি সামাজিক প্রতিবন্ধকতা গুলিকে তিনি ঘৃণা করতেন।অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে সব সময় প্রতিবাদে সামিল হতেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী বীরদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজির খদ্দর প্রচারের উদ্যোক্তাদের অন্যতম প্রধান ছিলেন তিনি। তিনি দেশে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন,পরাধীন ভারতে এনেছিলেন কর্মের উদ্দীপনা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞানের রহস্যময় পথ দিয়ে দেশের সেবা করা , স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনা ও বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা। তাই বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ' প্রেম রসায়নে ওগো সর্বজন প্রিয়, করিলে বিশ্ব জনে আপন আত্মীয়।'

আলহেদা: উটের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের ভাষা

ফৈয়াজ আহমেদ

তেল সম্পদ প্রাচুর্যে আজকের আরবদের জীবনযাত্রার বহুবিধ পরিবর্তন সাধিত হলেও তাদের জীবনধারায় ওতপ্রোতভাবে মিশে নিত্যদিনের বাহন 'মরুর জাহাজ' বা উট। আরব সমাজে উটের রয়েছে অনন্য মর্যাদা, সেই সঙ্গে সৌদি আরবের সমাজ ও সংস্কৃতিতেও। হাজার হাজার বছর ধরেই এই প্রাণীকে তারা ভালোবেসে আসছে। হাজার বছর ধরে আরব উপদ্বীপে মরুর বুকে জীবন-জীবিকার মূল ভিত্তি এই প্রাণীটি। তপ্ত মরুতে নির্ভরযোগ্য বোঝা বহনকারী পশু হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে উটের। একই সঙ্গে সম্পদ, উদারতা এবং ভ্রমণের প্রতীক হিসেবে পরিচিত এই উট। এমনকি ২০২৪ সালকে উটের বছর হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব। খবর গালফ নিউজের। পশুপালক বা রাখালরা তাদের উটের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিশেষ শব্দ, অঙ্গভঙ্গি এবং কখনও কখনও বাদ্যযন্ত্রের সংমিশ্রণ ব্যবহার করেন। এর ফলে মরুভূমির বুকে 'আলহেদা' নামক একটি নান্দনিক লোকশিল্পের জন্ম হয়েছে।

ঐতিহাসিক সময়কাল থেকেই উটের সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষের গভীর সংযোগই এই লোকশিল্পের 'প্রাণ'। এই শিল্পটি আরব সমাজে প্রজন্মের পর প্রজন্মে চলে আসছে। হাজার বছর ধরে বিভিন্ন কবিতা ও ছন্দে অনুপ্রাণিত হয়ে ছন্দময় অভিব্যক্তি তৈরি করেছেন রাখালরা। এক্ষেত্রে উট বুঝতে পারে এমন একটি শব্দভাণ্ডার তৈরি করেছেন পশুপালকরা।

পশুপালকরা ছন্দময়ী অভিব্যক্তি আলহেদা'আ ব্যবহার করে মরুভূমির ভেতর দিয়ে উটদের পথ দেখান, চারণভূমির সন্ধানের সময়। সেই সঙ্গে তাদের জল খাওয়ানো, দুধ দোহানো এবং তাদের পিঠে চড়ার সময় ভিন্ন ভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করেন রাখালরা। আলহেদা'আ একক সুর মেনে চলে না। এটি পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয়। এসব মর্মস্পর্শী শব্দ উটকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। অনেকগুলো শব্দ আলহেদায় যুক্ত হয় পশুপালকদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ থেকে।

উট সৌদি আরবসহ আরব উপদ্বীপের বিস্তীর্ণ মরুভূমির সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই সঙ্গে আলহেদার গুরুত্বও অনেক। জাতিসংঘের সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর 'মানবতার জন্য অপরিমেয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' (রিপ্রেজেন্টেটিভ লিস্ট অব ইনট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি)-নামের বিশেষ স্বীকৃত পেয়েছে এটি।

রূপা এখন একা

আহমদ রাজু

‘কাল আমাদের দোকানের যাত্রা শুরু। তোকেতো বলেছিলাম, যেদিন উদ্বোধন করবো সেদিন রূপার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো।’
‘কাল দেখা হচ্ছেনা তাতে কী হয়েছে? জীবনে একদিন না একদিন দেখা হবেই।’
‘ঠিক তা নয়; তবুও.....’
‘আচ্ছা এসব কথা এখন বাদ দে। তুই বাড়ি ছেড়েছিসতো কম দিন হলো না, বাড়ির খোঁজ খবর কিছু কী রাখিস?’
‘কোন মুখে বাড়ির খোঁজ রাখবো বল? বোনটাকে কথা দিয়েছিলাম, খুব তাড়াতাড়ি ঐ নরক কুঞ্জ থেকে তাকে নিয়ে আসবো। কিন্তু তা তো আর হলো না। না জানি বোনটা আমার কেমন আছে।’
‘ওসব ভেবে মনটা খারাপ করিসনাতো। কাল তোর জীবনে একটা শুভ দিন। সৃষ্টিকর্তা চানতো এই পথ বেয়েই তুই সুখের মুখ দেখতে পারবি। আমার বিশ্বাস, একদিন না একদিন তুই অনেক বড় হবি।’
‘বড় বলতে তুই যেমন বলতে চাচ্ছিস তা আমি হতে চাই না। আমি চাই, মোটা চাল আর মোটা কাপড়ের সন্ধান। আমার এছাড়া আর কিছুর দরকার নেই। তবে হ্যাঁ, তুই যদি আমাকে বড়লোক হবার জন্যে দেয়া করিস, কর; আমি যেন মনের দিক থেকে অনেক বড় হতে পারি। আমার মন যেন তোর মত উদার হয়।’
‘উঃ!’ শরীরের কোথাও যেন ব্যথা অনুভব করে ওঠে রাজেশের।
‘কীরে মাথায় ব্যথা করছে?’
‘আরে না, তুই অযথা চিন্তা করিসনাতো।’
‘কাল আমি কী করবো কিছুই বুঝতে পারছি না। তোর অনুমতি না নিয়েই রূপাকে কথা দিয়ে এলাম। আসলে আমার ভুল হয়ে গেছে।’
‘এতে ভুলের কী আছে। তুই তাকে বুঝিয়ে বললে সে নিশ্চয়ই বুঝবে।’
‘তা ঠিক। এখন একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর।’
রাজেশের মা হাতে গ্লাসভর্তি দুধ নিয়ে ঘরের ভেতরে আসে। রাজেশের দিকে গ্লাসটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘নে দুধটুকু খেয়ে নে বাবা।’ রায়হানের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুমি কখন এলে বাবা? দেখেছো তোমার ভাই কী বাধিয়ে বসেছে।’
‘দেখলামতো কাকিমা। তবে আপনার জন্যে একটা সুখবর আছে।’
‘কী সুখবর বাবা?’
‘কাল থেকে আমি একটা দোকান খুলছি। রাজেশ সবকিছু জানে।’
রাজেশের মায়ের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বলল, ‘তাতো বেশ ভাল কথা। তুমি তলে তলে এতদূর এগিয়ে গেছো আমিতো বুঝতেই পারিনি। খোদা তোমার মঙ্গল করুন।’
‘আপনি দোয়া করবেন কাকিমা।’
‘আমিতো তোমাদের জন্যে সবসময় দোয়া করি বাবা।’ রাজেশকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘নে দুধটুকু খেয়ে নে। নইলে আবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে।’
‘আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।’ বলল রাজেশ।
‘কাকিমা আপনি আমার হাতে দিনতো দেখি কেমন না খায়।’
রায়হান রাজেশের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, ‘আমাকে ধরে উঠে বসতো।’
রাজেশ উঠে বসলে রায়হান গ্লাসটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘নে এবার খেয়ে নে।’
‘রায়হান বুঝতে পারছিস না, আমার এখন খেতে ইচ্ছে করছে না’
‘তুই তাহলে খাবি না?’ রায়হানের রূঢ় প্রশ্ন।
রায়হানকে রাগ করতে দেখে রাজেশ গ্লাসটা হাতে নিয়ে ঢকাঢক গিলে ফেলে সবটুকু দুধ। রায়হান রাজেশের মাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘দেখলেনতো কাকিমা, কেমন খাইয়ে দিলাম।’
‘তুমি তো সোনার টুকরো ছেলে। তোমরা দুই ছেলে আজ আমার দুই চোখের মণি।’
‘এই ভেবেইতো আমি এখানে আছি কাকিমা। আপনাকে পেয়েইতো আমার মায়ের অভাব পূরণ হয়েছে।’

ষোলো

দোকান উদ্বোধন করার আনন্দ আর ব্যস্ততায় রায়হান খুব সকালে উপস্থিত হয় দোকানের সামনে। সাধারণত ঘড়ির কাটা এগারোটার ওপাশে না গেলে এ রাস্তা দিয়ে তেমন লোকজন চলাচল করে না। মিনিট খানেক পরেই রূপার গাড়ি এসে দাঁড়ায় রায়হানের পাশে। রূপা গাড়ি থেকে নামে। তার দিকে চোখ রাখে রায়হান। খুব সুন্দর লাগছে তাকে আজ। লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পরা, কপালে লাল টিপ, হাতে তাজা রজনীগন্ধার একটা তোড়া। একদৃষ্টি দিয়ে রূপার দিকে তাকিয়ে থাকে রায়হান। সে নিজেই নীরবতা ভেঙ্গে বলল, ‘রূপা তুমি এত সকালে?’
‘আমার মনে হয়েছিলো তুমি আজ খুব সকালে আসবে।’ ভেবেছিলাম তোমার আসার একটু আগেই আসবো, কিন্তু পারিনি।’
‘একটা কথা বলবো রূপা?’
‘বলো।’
‘তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। মনে হচ্ছে...’
‘কী মনে হচ্ছে?’
‘না থাক।’
‘থাকবে কেন বল।’
‘মনে হচ্ছে তোমার ওই গোলাপী ঠোঁটে একটা কামড় বসিয়ে দিই।’
‘সরি; তা হচ্ছে না।’
‘কেন?’
‘ফাজলামো রাখো। তোমার সাথে রাজেশ ভাইয়ের আসার কথা? তিনি কী পরে আসবে?’
‘না রূপা, রাজেশ আসবে না। গতকাল সে এক্সসিডেন্ট করে একটু আঘাত পেয়েছে, যার কারণে আজ আসতে পারেনি। অবশ্য তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে।’
‘তাহলেতো সমস্যা হয়ে গেলো। সে আসতে পারেনি তাতে কী, আমি নিজেই যাবো তাকে দেখতে। অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে।’
‘আপত্তি থাকবে কেন? তাহলে চলো ঝটপট দেখা করে আসি। এসেই আবার দোকান খুলতে হবে।’
দু’জনে রওনা হয় রাজেশের সাথে দেখা করতে।

সতেরো

‘কাকিমা ও কাকিমা; রাজেশ কোথায় তুই? দেখে যা কে এসেছে।’ রায়হান গলা ছেড়ে ডাকতে থাকে।
রায়হানের গলা শুনে ছুটে আসে রাজেশের মা। বলল, ‘কে এসেছে বাবা?’
‘কাকিমা, আমি যার কথা আপনাদের বলেছিলাম সেই...’
কথা শেষ করতে পারে না রায়হান। রাজেশের মা বলে, ওঠে ‘এসো মা ঘরে এসো।’ রূপার হাত ধরে সে নিয়ে যায় ঘরের ভেতরে।
‘রায়হানের মুখে শুনলাম রাজেশ ভাই নাকি এক্সসিডেন্ট করেছে। তাইতো না এসে থাকতে পারলাম না।’
‘ভালই করেছো।’
‘কে এসেছে মা?’ পাশের ঘর থেকে রাজেশ বলল।
রায়হান রূপাকে নিয়ে রাজেশের ঘরে ঢুকতেই রাজেশ বলল, ‘তুমি কষ্ট করে কেন আসতে গেলে বোন? সরি তুমি বলে ফেললাম, কিছু মনে করো না।’
‘ঠিকই বলেছেন, এই না আপনি আমাকে বোন বললেন? তাহলে বড় ভাই কী ছোট বোনকে আপনি বলে?’
‘তুমিতো বেশ কথা বলো। এই না হলে আমার বোন।’ রাজেশ মাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘মা, বাড়িতে মেহমান এলো কিছু খেতে দেবে না?’
হাতে মিষ্টির ট্রে নিয়ে রাজেশের মা ঘরের দিকে আসতে আসতে বলল, ‘এইতো দিচ্ছি বাবা।’ রূপার দিকে মিষ্টি ভর্তি প্রিচ এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘নাও মা মিষ্টি মুখ করো।’
রূপা প্রিচটা হাতে নিয়ে বলল, ‘এসবের কী দরকার ছিল কাকিমা। আমিতো সকালে বাসা থেকে নাস্তা করেই বেরিয়েছি।’
‘তাই কী হয়? মায়ের বাড়িতে এই প্রথম এলে। এসেই খালি মুখে চলে যাবে! খাও।’
‘কাকিমা আপনার সাথে কেন যে আগে পরিচয় হলো না?’
‘কেন মা, আগে পরিচয় হলে কী হতো?’
‘আগে পরিচয় হলে মায়ের ভালবাসা বেশি পেতাম।’
‘এখন না হয় ফেলে আসা ক্ষতি পুষিয়ে দেবো।’ হেসে ওঠে রাজেশের মা।
‘আসি কাকিমা।’
‘আবার এসো মা। তুমি আসলে আমার খুব ভাল লাগবে।’
‘অবশ্যই আসবো। রাজেশ ভাইয়া আসি তাহলে।’
‘আবার আসবে কিন্তু। এই রায়হান ওকে আবার নিয়ে আসবি বুঝলি।’ রাজেশ বলল।
‘অবশ্যই আনবো। তোর বোনকে আনবো না তাই কী হয়?’

গাড়িতে যেতে যেতে রূপা বলল, ‘রাজেশ ভাইয়ার মা খুব ভাল তাইনা? আমার মা যদি এমন হতো তাহলে আমার চেয়ে কেউ সুখী হতো না পৃথিবীতে।’ চোখ মোছে রূপা।
‘এতে কাঁদার কী আছে? রাজেশের মা মানে তোমার- আমার সবার মা। ওরা খুব ভাল। দেখলে না একবার দেখাতেই তোমাকে কেমন আপন করে নিলো।’
‘ঠিকই বলেছো তুমি; ওনাদের ব্যবহারে আমি সত্যিই মুগ্ধ।’

আঠারো

সুসজ্জিত কাপড়ের দোকান। দেশী-বিদেশী রেডিমেট পোষাক থেকে শুরু করে ফ্লোর ম্যাট- জানালার পর্দা সবই বিক্রি হয়। প্রথম প্রথম একা দোকানদারী করলেও ইতিমধ্যে দু’জন কর্মচারী নিয়েছে রায়হান। একা একা এতবড় দোকান সামলানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দিন যত পার হয় দোকানের ততই উন্নতি হয়। রূপার এমবিবিএস পরীক্ষা শেষ। পরীক্ষাও হয়েছে ভাল। রেজাল্ট বের হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ অবসর। এই অবসরের কিছুটা অন্যভাবে কাটানোর জন্য রায়হানের গ্রামের বাড়ি যাবার জন্যে মনে মনে ভাবে সে।
‘রায়হান এই রায়হান; তোমার কী একটু সময় হবে আমার জন্যে? দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে কথাটি বলল রূপা।’
রূপাকে দেখে রায়হান বলল, ‘আগে ভেতরে এসো।’
‘গুরুত্বপূর্ণ কথা। এখানেই বলবো?’
‘কোথায় যেতে হবে।’ রায়হানের প্রশ্ন।
‘বোটানিক্যাল গার্ডেনে চলো।’
‘এখনই যেতে হবে?’
‘হ্যাঁ; তবে সমস্যা থাকলে যাবার দরকার নেই।’
‘না মানে; একজন পাইকারী ব্যবসায়ীর আসার কথা ছিল।’
‘তাহলে আমি চলি।’ রূপা দোকানের বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।
রায়হান তাড়াতাড়ি বাইরে এসে রূপার হাত টেনে ধরে। নিজের হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে রূপা।
বলল, ‘ছাড়ো, আমি এখন যাবো।’
হাত ধরা অবস্থায় রায়হান বলল, ‘বাব্বা; এরই মধ্যে রাগ মাথায় উঠে গেল? আচ্ছা চলো কোথায় যেতে হবে?’ দোকানের এক কর্মচারীকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘আমার আসতে একটু দেরি হবে। হাফিজ সাহেব আসলে ম্যানেজ করে নিও।’
‘না থাক; তোমার যেতে হবে না। আমার হাত ছেড়ে দাও।’ রূপার রূঢ় কণ্ঠ।
‘ছাড়ার জন্যেতো ধরিনি।’
‘তাহলে আগে ঢং করলে কেনো?’ বলল রূপা।
‘সরি। আবারও ক্ষমা চাচ্ছি।’
‘আজ আর তোমাকে কোন ক্ষমা করতে পারবো না। শাস্তি স্বরূপ চলো বোটানিক্যাল গার্ডেনে।’ হেসে ওঠে রূপা।

নির্জন এক গাছের ছায়ায় মুখোমুখি বসে দু’জন। আজ ভ্যাসপা গরম পড়লেও মাঝে মাঝে মৃদুমন্দ বাতাসে শীতলতা অনুভূত হয় জীবকূলের। এইমাত্র একটি প্রজাপতি কী যেন ভেবে তাদের সামনে যত্রতত্র উড়াউড়ি করে উত্তর দিকে ঝোপের আড়ালে হারিয়ে গেল। সেদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রূপা। নীরবতা কাটিয়ে রায়হান বলল, ‘কী তোমার সিরিয়াস কথা?’
রূপা মুখ ফিরিয়ে রায়হানের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তোমার অবস্থাতো আগের চেয়ে অনেক ভাল। আমার পরীক্ষাও শেষ। তাই বলছিলাম, তোমাদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসবো।’
‘আমাদের বাড়ি মানে?’
‘গ্রামে। যেখানে আমার ননদ আর ভাই ভাবীরা থাকে।’
‘ও ওখানে? তুমি না বললেও দু’একদিনের মধ্যে আমিই তোমাকে বলতাম। আগে তুমিই যখন কথাটা বলেছো তখন আর দেরি হবে না; এই ধরো সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে। তবে আগে বাসা ভাড়া নিতে হবে।’
‘তা ঠিক; আগে বাসা ভাড়া নেওয়ায় উত্তম।’
‘বাসা ভাড়া করা যদি উত্তম হয় তাহলে সেই উত্তম কাজটি আজই সারতে চাই।’ বলল রায়হান।
‘আজই?’ রূপার প্রশ্ন।
‘অবশ্যই। বাসাটা অবশ্য তোমার পছন্দ মাফিক হতে হবে।’
দু’জনে বাসা খুঁজতে বের হয়। বেশ ধকলের পর একটা ছিমছাম বাসা পেয়েছে। বেশ বড় বড় দুটো রুম। উত্তর দিকে মিনি ব্যালকনি। পাচিল দিয়ে ঘেরা বাড়ির গেটটা চমৎকার। স্টীলের কারুকাজ দেখে বাড়ির মালিকের রুচির পরিচয় পাওয়া যায় এক নিমেষে।
মালিকের সাথে ভাড়া চুক্তি শেষ করে যখন তারা ঐ বাড়ি থেকে বের হয় তখন সন্ধ্যা সাতটা। রূপা রায়হানকে দোকানে নামিয়ে দিয়ে নিজ বাড়ির দিকে রওনা হয়।
দোকানে এসে দেখে হাফিজ জোয়ারদার বসে আছে রায়হানের অপেক্ষায়। ‘আরে জোয়ারদার সাহেব যে, আমিতো ভেবেছিলাম আপনি এতসময় চলে গেছেন।’ বলল রায়হান।
‘আমি আপনার সাথে আজ দেখা না করে যাবোই না বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছি।’ হাফিজ জোয়ারদার বলল।
‘ভালোই করেছেন। বলুন আপনার জন্যে কী করতে পারি?’
‘আমি চাই আপনাকে ব্যবসার পার্টনার করতে; অবশ্য আপনি যদি রাজি থাকেন।’
না চাইতেই বৃষ্টির মতো অবস্থা। রায়হান খুশিতে উৎফুল হয়ে বলল, ‘রাজী মানে, কী বলছেন আপনি! আমি কী সত্যিই ভাগ্যবান? তা না হলে আমার মতো মানুষকে আপনার মতো বড় মাপের ব্যবসায়ী পার্টনার বানাতে চাইবে কেন?’
‘তার মানে আপনি রাজী?’
‘অবশ্যই। এতে রাজী না হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।’
‘থ্যাংক ইউ।’
‘ইউ আর ওয়েলকাম।’
চলবে...

সৌদামিনীর সংসার

শংকর সাহা

আজ গুণে গুণে প্রায় পনেরোটি বছর হয়ে গলে সৌদামিনীর এ সংসারে বিয়ে হয়ে আসা। বিয়ে হয়ে আসার পর থেকেই যেন সৌদমিনীর এ চেনাজগতটা ক্রমশঃ পাল্টে যেতে থাকে। গ্রামের এক পুরুত ঠাকুরের মেয়ে সৌদামিনী। অভাবের সংসারে যেন তখন শান্তি ছিল কিন্তু আজ বড়লোক বাড়িতে বিয়ে হয়ে এসেও যেন সৌদামিনীর মনের সুখপাখীটি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সৌদামিনীর বাবা-মা মেয়েকে আদর করে শুধুই মিনীই বলে ডাকেন। ছোটো থেকেই এক সংস্কারে মানুষ হয়েছে সৌদামিনী ।
এ বাড়িতে যখন বিয়ে হয়ে আসে সৌদামিনী তখন নিজের বলতে শুধুই ছিলেন তার শ্বশুরমশাই। তিনিই সৌদামিনীকে পছন্দ করে পুত্রবধূ করে আনেন। কিন্তু এ বাড়ির সকলে সৌদামিনীকে পছন্দ করতেন না কারণ সে তো গ্রামের গরীব পুরুত ঠাকুরের মেয়ে। বিয়ের পরের বছরই শ্বশুর মারা যান। প্রায় এ সংসারে একা হয়ে যান সৌদামিনী ।বছর না ঘুরতেই সৌদামিনী মা হন। আজ সে ফটিকের মা। আজ ছেলেকে নিয়ে তার যেন বেঁচে থাকা।
ফটিক শহরের বড় স্কুলে পড়ে। বেসরকারী নামজাদা স্কুলে না পড়ালে এ বাড়ির অভিজাত্য যে বজায় থাকবেনা! ফটিক পড়াশোনায় খুব ভালো। বাড়ির সবকাজ সেরে রাতে ছেলেকে পড়া দেখাতে বসে সৌদামিনী।
আজ ফটিকের মাধ্যমিকের রেজাল্ট। বাড়ির সবাই সকাল থেকেই টিভির সামনে বসে আছে। ঠাকুর ঘরে সৌদামিনী উপোস থেকে পুজো দিচ্ছেন ছেলের জন্যে। হঠাতৎই টিভিতে সকাল নটার খবরে ঘোষিত হল এবারের মাধ্যমিকে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থান পেয়েছে ফটিক মানে অর্কদ্বীপ আচার্য্য, সৌদামিনীর সন্তান। নীচ থেকে কাজের মেয়ে পুঁটি ঠাকুর ঘরে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, “ওগো বৌদিমনী,ছোটোবাবু ফাস্ট হয়েছে গো! চলো চলো নীচে চলো?”
ঠাকুরকে প্রণাম করে পুজোর ফুল নিয়ে নীচে আসে সৌদামিনী। মুহুতের মধ্যে বাড়ি ভরে যায় সমস্ত টিভি সাংবাদিকদের ভিড়ে।সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে সৌদামিনী দেখে, ফটিককে পাশে বসিয়ে শাশুড়ী মোক্ষদাদেবী সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন আর বারেবারে বলছেন এ আমার নাতি এ বাড়ির গর্ব।
সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে পড়ে সে। ছেলের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকে সে। হঠাতৎ ফটিকের নজরে আসে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন তার মা।
মায়ের হাত ধরে এগিয়ে এনে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ফটিক বলে,” ইনি আমার মা। আজকে আমার এই সাফল্যে সবচেয়ে বেশি অবদান আমার মা “ সৌদামিনীর চোখটি অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। পাশ থেকে শাশুড়ী মোক্ষদাদেবী বলে ওঠেন,” আমার বউমার মতন যেন সব মা হন তবেই তো প্রতিঘরে এমন ফটিক জন্মাবে। “ সকলের হাততালিতে যেন ভরে ওঠে গাঙ্গুলীবাড়ি।
পাড়ার সবাই আসে সৌদামিনীকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করতে। সৌদামিনী অবাকবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে শাশুড়ীর দিকে। বিয়ের পর হয়তো এইপ্রথম ওনার হাতে আর্শীবাদ পেলেন তিনি। অজিতেশ, সৌদামিনীর স্বামী তখন দূরে দাঁড়িয়ে একভাবে চেয়ে আছে সৌদামিনীর দিকে..!

লুকোচুরি

ইমদাদুল ইসলাম

মেঘ বালিকাদের সাথে সূর্য কিরণের কেলি দেখছি,
বাতায়নে মিষ্টতার একটুও অভাব নেই,
এমন লগনে রোদসী যেন একাকার।
কখনও সে দীপ্তিময় ঝাঁ চকচকে
আবার কখনও আলো আঁধারে শীতল।
বেশ তো, বেশ যেন দিবাকর লুকোচুরিতে ব্যস্ত,
তার কিরণ কখনও মেঘ বালিকাদের কাছে হার মানছে ,
আবারও মিষ্টি দীপ্তি নিয়ে হাজির হচ্ছে।
বলিষ্ঠ রশ্মি যেন মেঘ বালিকাদের ছত্রছায়া অতিক্রমে ব্যর্থ,
কখনও কখনও বেশ জবুথবু হয়,
তবে ধরিত্রী রানির জন্য দীপ্তি বিকিরণে তার সচেষ্টতা যথেষ্ট।
দিগন্তভেদি বিস্তীর্ণ আকাশ,
সাথে মেঘ তনয়াদের আনাগোনাও কম কিসের?
ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মই হয়তো এমন,
হোকনা যতই প্রতাপশালী
কেউই ক্ষমতায় চিরন্তন নয়।
ওই কথায় বলেনা “নাওয়ের উপর কেরাঞ্চি
আবার ক্ষণে কেরাঞ্চিতে নাও”।

পরিবেশ

আব্দুল সামাদ সেখ

আমি সেই পরিবেশ চাই,
যে পরিবেশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠে।
আমি সেই পরিবেশ চাই ,
যে পরিবেশ তোষণের বিরুদ্ধে হুংকার ছাড়াই।
আমি সেই পরিবেশ চাই,
যে পরিবেশে দুর্বলের প্রতি অত্যাচার নাই।
আমি সেই পরিবেশ চাই,
যে পরিবেশে স্বৈরাচারীতা নাই।
আমি সেই পরিবেশ চাই,
যে পরিবেশে জনগণ শ্রেষ্ঠ বিচারক হয়।

আমি সেই পরিবেশ চাই,
যে পরিবেশ সবুজ দিয়ে ঢাকা।
আমি সেই পরিবেশ চাই,
যে পরিবেশে পাখির কূজন ডালে ডালে।
আমি সেই পরিবেশ চাই,
যে পরিবেশে নদী বেয়ে চলে আপন আনন্দে।
আমি সেই পরিবেশ চাই,
যে পরিবেশে প্রকৃতি খেলে নিজের খেয়ালে।

ছড়া-ছড়ি

গুমোট

মোঃ ইজাজ আহামেদ

সূর্যের ডানায় এসেছে সকাল,
আদিগন্তে বৃষ্টির আকাল,
গুমোট মুখ করে আছে আকাশ,
নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে বাতাস,
উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছেরা,
নৃত্য করা বন্ধ করে দিয়েছে পাতারা।
মেঘের ওড়নায় সুর্য মুখ ঢেকেছে,
ঘামের নদীতে মানুষ স্নান করছে।
ছটপট করছে প্রাণী,
শীতল নীড় খুঁজছে পাখি,
বৃদ্ধা হয়ে গেছে স্রোতস্বিনী,
ধূসর হয়ে আছে বায়ুমন্ডলের আঁখি।

শ্রীপৎ সিং কলেজ

সারিউল ইসলাম

বছর ৭৫ ধরে টানা
চলছে যাহা হেথায়,
পড়াশোনাতে নেই মানা
জিয়াগঞ্জ শহর যেথায়।
হাই স্কুল ছিল ঠিকই
কলেজ ছিল কোথায়?
শিখতে হলে বহরমপুর
যেতে হতো কলকাতায়।
হিন্দু-মুসলিম, জৈন-শিখ
সবাই যেখানে থাকে,
শিখবে সবাই একসাথে
জিয়াগঞ্জ নামে ডাকে।
শ্রীপৎ সিং দুগ্গার তিনি
দিলেন নিজের বাড়ি,
ছেলেমেয়েরা পড়বে ভেবে
কলেজ খানা গড়ি।
কত তারকা তৈরি হলো
নাম ছাড়ালো দেশে,
বিশ্বজুড়ে খ্যাতি তাদের
সিং জি দেখেন হেঁসে।
জ্ঞানের ভান্ডার মোদের কাছে
বাড়লো সবার নলেজ,
সবার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে
আমার প্রিয় ‘শ্রীপৎ সিং কলেজ’।

এতিম

আজিবুল সেখ

চারিদিকে ধোঁয়া উঠছে
মানচিত্র পোড়ার গন্ধ
গৃধ্রের দল নির্বিচারে সভ্যতার
বুক জুড়ে দাপিয়ে চলেছে...
চারিদিকে হাহাকার
পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসে গেছে।
নিষ্পাপ শিশু কেঁদে চলেছে ...
ব্যর্থ পিতা বন্দুকের সামনে বুক
চিতিয়ে দিয়েছে
দুটি রুটি প্রত্যাশায়
মানচিত্র বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত
প্রতি ফোঁটায় ধ্বনিত হচ্ছে এতিমের কান্না।
পৃথিবীটা ক্রমশ এতিম হয়ে আসছে
এতিম হচ্ছে আমাদের বিবেক মনুষ্যত্ব।

উড়ো খবর

সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য

মানুষের মাঝে বর্ষার রূপ
মানুষের সাজে নাচে শ্রাবণ,
পদতলে ভেজা শালিকের গান
স্তব্ধ তিমিরে ব্যথার আলিঙ্গন!
বুকের মাঝে বজ্র বাজে
বুকের মাঝে ছায়ার কালো,
কাজল চোখের মায়ার বাঁধন
দুঃখ ছুঁয়ে ডাক পাঠালো!
ঈশান কোণে কানাকানি
ঈশান কোণে ধুলোর ঝড়,
গর্বের পাশেই লজ্জা থাকে
তবু তারা বাঁচতে চায় পরস্পর!
ধরার অঙ্গে ক্ষতিকর হিসেব
ধরার অঙ্গে স্বাধীন জেহাদ,
কলমে দেওয়া প্রতিশ্রুতি
ভুলচুক সব আজকে মাফ!

নিরীহ জাতির শোকগাথা

আব্দুল মুকিত মখতার (লন্ডন থেকে)

সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্যে পরিপূর্ণ আজ বিশ্ব
আবার আমরা হয়ে গেলাম বিশ্বমাঝে নিঃস্ব।
আমাদের লিডার যারা চেষ্টা করে দাঁড়াবার
হরহামেশা তারাই হয় গুপ্তহত্যার শিকার।
নিহত হলো ফিলিস্তিন আজ নির্বিচারে প্রতিদিন
হাজার হাজার শিশু মরে নিজের দেশে পরাধীন।
এই দুঃখ কারে বলি কে শুনিবে বাংরবার
আমাদের জন্য দুনিয়াটা মৃত্যুময় এক প্রাকার।
আমাদের দেশ বাংলাদেশ সেথায় ভিন্ন কালচার
কপ্টার থেকে নির্বিচারে শিক্ষার্থী হত্যাচার।
মিছিলের উপর গুলি চালায় জালিয়ানওলা বাগ
নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলো রাসেল–ভাইপার নাগ।
আইনে তারা পুলিশবাহিনী কাজেকর্মে ডাকাত
স্যার স্যার বলে রক্ষা পায় না দিবস কিম্বা রাত।
চারিদিকে হাহাকার গুম হত্যার খবর পাই
কার্ফিউ দিয়ে মানুষ মারে এ কেমন দেশরে ভাই?
সেনাবাহিনীর চৌকিদারিত্বে দলের গুণ্ডা পাণ্ডারা
বিরোধীদের হত্যা করে সরকার দেয় আশকারা।
নারী শিশুও রক্ষা পায় না জাতি নিঃস্ব কাঙাল
ডিজিটালের এই জমানায় ধ্বংস যজ্ঞে নাকাল।

আন্দোলন

ফজল-এ-এলাহী

দিকে দিকে দিচ্ছে ডাক,
আন্দোলনে সবাই থাক
ধর্ম জাতি আর সকল ভাষা,
চাকুরীজিবি ব্যবসায়ি আর চাষা।
সইবো না আর অত্যাচার,
লড়াই মোদের হাতিয়ার
নর নারী শিক্ষার্থী যুবদল,
আন্দোলনে সামিল সকল
অন্যায়ের প্রতিবাদ অধিকারের লড়াই
করতে গিয়ে হয়ে গেলো রাজাকার,
বারবার কানে শুনতে পাই ,
পুরোনো সেই ইতিহাস মুক্তি যোদ্ধার।

প্যারিস অলিম্পিক

আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ফ্রান্সের ‘প্রতিশোধের’ পর শুরু সংঘর্ষ

আপনজন ডেস্ক: সর্বশেষ বিশ্বকাপ ফাইনালের পর আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স ম্যাচ মানেই উত্তেজনা ও উত্তাপ। এমনকি নিজেদের ম্যাচের বাইরেও বিভিন্ন সময় বিতর্কে জড়াতে দেখা গেছে দুই দলের খেলোয়াড়, সমর্থক ও কর্মকর্তাদের। সর্বশেষ কোপা আমেরিকার ফাইনালের পর উদ্‌যাপনের সময়ও দেখা গিয়েছিল এই চিত্র।

ফ্রান্সকে উদ্দেশ্য করে বর্ণবাদী গান গেয়ে তোপের মুখে পড়েন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজ। সব মিলিয়ে গতকাল রাতে অলিম্পিকে ছেলেদের ফুটবলে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের আগেও দুই দলের মধ্যে উত্তাপ ক্রমে বাড়ছিল। ম্যাচ শুরুর আগে থেকেই ফরাসি দর্শকেরা দুয়ো দেয় আর্জেন্টিনাকে। আর ‘প্রতিশোধের’ ম্যাচে ফ্রান্সের কাছে ১-০ গোলে হেরে আর্জেন্টিনার বিদায় নেওয়ার পর যা শেষ পর্যন্ত রূপ নেয় সংঘর্ষ ও হাতাহাতিতে।

বোর্দোয় শেষ বাঁশি বাজার পর উল্লাসে ফেটে পড়েন গ্যালারির দর্শকেরা। স্বাগতিক দর্শকদের সামনে উদ্‌যাপনে মেতে ওঠেন ফ্রান্সের খেলোয়াড়েরাও। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসের দাবি, উদ্‌যাপনের সময় ফরাসি মিডফিল্ডার এনজো মিলোট আর্জেন্টিনার বেঞ্চকে লক্ষ্য করে চিৎকার ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেছেন।

এমন আচরণ তাতিয়ে দেয় আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দেরও। এরপরই শুরু হয় কুৎসিত এক সংঘাতের। তাতে খেলোয়াড়দের পাশাপাশি কোচ-কর্মকর্তারাও জড়িয়ে পড়েন। এরপর মাঠের বাইরে টানেলেও দেখা যায় বিশৃঙ্খলা। পরে অবশ্য ফ্রান্সের খেলোয়াড়েরা মাঠে ফিরে এসে দর্শকদের সঙ্গে উদ্‌যাপন সারেন।

খেলোয়াড়দের সংঘর্ষের সময় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে দর্শকদের মধ্যেও। তবে পুলিশের সতর্ক অবস্থানের কারণে পরিস্থিতি আর মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি।

তার আগে জমে ওঠা ম্যাচের ৫ মিনিটেই জঁ-ফিলিপ মাতেতার গোলে এগিয়ে যায় ফ্রান্স। কর্নার থেকে দুর্দান্ত হেডে দলকে এগিয়ে দেন মাতেতা। এরপর ম্যাচজুড়ে চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত সমতা ফেরাতে পারেনি আর্জেন্টিনা। ফ্রান্সও অবশ্য সুযোগ পেয়েছিল ব্যবধান বাড়ানোর। কিন্তু সেসব সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি তারাও।

মঙ্গলবার সেমিফাইনালে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ মিসর।

গতকাল রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে অন্য ম্যাচে মিসর ১-১ গোলে প্যারাগুয়ের সঙ্গে ড্রয়ের পর টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলের জয় তুলে নেয়। একই রাতে ৩-০ গোলের বড় জয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে স্পেনও। সোমবার সেমিফাইনালে মরক্কোর মুখোমুখি হবে স্পেন।

আমেরিকাকে উড়িয়ে মরক্কো অলিম্পিকের সেমিফাইনালে গেল

আপনজন ডেস্ক: গ্রুপ পর্বে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ও কোপা আমেরিকার শিরোপাধারী আর্জেন্টিনাকে পেছনে ফেলে শেষ আটের টিকিট পেয়েছিল মরক্কো। এবারের অলিম্পিকে মরক্কো যে অন্যতম ফেবারিট, কোয়ার্টারের লড়াইয়েও সে প্রমাণ দিল তারা। যুক্তরাষ্ট্রকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে দিয়েছে দলটি। আফ্রিকার ‘অ্যাটলাস লায়ন’ হিসেবে খ্যাত দলটির হয়ে গোলগুলো করেছেন সোফিয়ান রাহিমি, ইলিয়াস আখোমাখ, আশরাফ হাকিমি ও মেহেদী মাওহোব। এ জয়ে প্রথমবারের মতো অলিম্পিকের সেমিফাইনালের টিকিটও পেল তারা। প্যারিসে ম্যাচের শুরু থেকেই দাপুটে ফুটবল খেলে মরক্কো। দলটির সমন্বয় ও নিজেদের মধ্যকার বোঝাপড়াও ছিল দারুণ। মরক্কোর বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রের খেলা ছিল ছন্নছাড়া। প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার মতো তেমন কিছুই করতে পারেনি তারা। উল্টো ম্যাচের ২৮ মিনিটেই খেয়ে বসে প্রথম গোল। বক্সের ভেতর ফাউল করে মরক্কোকে পেনাল্টি উপহার দিয়ে বসেন নাথান হারিয়েল। স্পট কিকে লক্ষ্যভেদ করে দলকে এগিয়ে দেন রাহিমি। এই এক গোলের লিড নিয়েই বিরতিতে যায় মরক্কো।

বিরতির পর যুক্তরাষ্ট্রকে আরও কোণঠাসা করে দিয়ে আক্রমণে যায় মরক্কো। ম্যাচের ৫১ মিনিটে তারা আদায় করে নেয় নিজেদের দ্বিতীয় গোলটি। অতিরিক্ত প্রেসিং করতে গিয়ে ডিফেন্স লাইন একরকম ফাঁকা করে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আবদে ইজালযুলির পাস থেকে গোল মরক্কোকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন আমোমাখ।

৭০ মিনিটে হাকিমির গোলের মধ্য দিয়ে ম্যাচটাকে নিজেদের করে ফেলে মরক্কো। প্রতিপক্ষের রক্ষণ-দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে আক্রমণে যাওয়া হাকিমির শটটা অবশ্য বাঁচানোর মতোই ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের গোলরক্ষক প্যাটট্রিক শুলটের যদিও কাজটি ঠিকঠাক করতে পারেননি। এরপর ৯০ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের হারের কষ্টটা বাড়ান মাওহোব। যিনি পেনাল্টি থেকে করেন মরক্কোর চতুর্থ গোল। এই গোলেই বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে মরক্কো।

ডায়মন্ডহারবারের বিরুদ্ধে ড্র করল মহামেডান

আপনজন ডেস্ক: ম্যাচ বাঁচাল মহামেডান। শেষ মুহূর্তের গোলে ১-১ স্কোর নিয়ে ড্র হল খেলা। বলা যেতে পারে, কার্যত হার বাঁচাল মহামেডান স্পোর্টিং ফুটবল দল। শনিবার, কলকাতা লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ডায়মন্ডহারবার ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করল মহামেডান স্পোর্টিং ফুটবল দল। প্রায় ৯০ মিনিট পর্যন্ত, ডায়মন্ডহারবার ম্যাচে এগিয়েছিল ১-০ গোলে।

কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে, কিছুটা ব্যাকফুটে চলে যান ডায়মন্ডহারবার রক্ষণভাগের ফুটবলাররা।

সেইসময়, পেনাল্টি বক্সের ভিতরে অবৈধভাবে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে মহামেডান ফুটবলারের মুখের কাছে পা তুলে দেন এক ডিফেন্ডার। রেফারি সোজা পেনাল্টি দেন মহামেডানকে। সেই পেনাল্টি থেকেই গোল করে খেলায় সমতা ফেরান বামিয়া সামাদ। তারপর আর কোনও দলই গোল করতে পারেনি। খেলা শেষ হয় ১-১ ফলাফল নিয়ে।

উল্লেখ্য, কলকাতা লিগে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত রইল কিবু ভিকুনার দল। গোটা ম্যাচে ডায়মন্ডহারবার কার্যত টেক্কা দিয়েছে মহামেডানকে। প্রচুর পাস খেলেছে ডায়মন্ডহারবার। সবথেকে বড় বিষয়, তাদের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া দারুণ জায়গায় ছিল। একাধিক আক্রমণ তারা মহামেডান পেনাল্টি বক্সে তুলে আনেন। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে, এই ম্যাচে জিতে যেতে পারত ডায়মন্ডহারবার। উল্টোদিকে সুযোগ তৈরি করে সাদাকালো ব্রিগেডও। কিন্তু গোল আসছিল না যেন কিছুতেই। শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি না পেলে, এদিন হারতে হত মহামেডানকে।

প্রথমার্ধে ম্যাচে লিড নেয় ডায়মন্ডহারবার। গোল করেন জবি জাস্টিন। কর্নার থেকে আসা বলে হেড দিয়ে গোল করে যান তিনি। দ্বিতীয়ার্ধেও একাধিক গোলের সুযোগ তৈরি করে ডায়মন্ডহারবার। কিন্তু আর কোনও গোল হয়নি। খেলার একেবারে শেষ পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্যাচ ড্র করে মহামেডান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটারদের টেস্টে কেন আগ্রহ নেই: রাসেল

আপনজন ডেস্ক: এদিকে অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ দল নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ একের পর এক টেস্ট হেরেই চলেছে। ওদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা ক্রিকেটাররা ব্যস্ত অর্থের ঝনঝনানির ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ নিয়ে। ক্রিকেটের সবচেয়ে কুলীন সংস্করণে জাতীয় দলের এমন দুরবস্থা নিয়ে কোনো হেলদোল নেই তাঁদের। যাঁরা নিয়মিত ক্রিকেট দেখেন, এ ধরনের দৃশ্য তাঁদের কাছে বেশ পরিচিতই। এই তো কদিন আগেই আনকোরা এক দল নিয়ে ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে ৩ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হয়ে ফিরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অধিনায়ক ক্রেইগ ব্রাফেট আর অলরাউন্ডার জেসন হোল্ডারকে সরিয়ে রাখলে স্কোয়াডের বাকি ১৩ জনের চেয়ে ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস একাই খেলেছেন বেশি টেস্ট! একসময়ের মহাপরাক্রমশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজের এমন অধঃপতনের জন্য নানা কারণকেই সামনে আনা হয়। তবে যা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়, তা হলো দলটির তারকা ক্রিকেটারদের টেস্টের প্রতি অনীহা। কারিকারি টাকার গন্ধে তাঁরা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন—এমন অভিযোগও বেশ পুরোনো। আন্দ্রে রাসেলও মনে করেন, ক্রিকেটারদের অর্থের অভাবের চেয়ে আগ্রহের অভাব বেশি। কেন, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ৩৬ বছর বয়সী এই তারকা অলরাউন্ডার।

লন্ডন স্পিরিটের হয়ে দ্য হানড্রেড খেলতে এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডেই আছেন রাসেল। এবারের আসরে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া (১ লাখ ৬০ হাজার ডলার) পাঁচ ক্যারিবীয় ক্রিকেটারের একজন তিনি। তাঁর সমান পারিশ্রমিক পাচ্ছেন লন্ডন স্পিরিট সতীর্থ শিমরন হেটমায়ার, নর্দার্ন সুপারচার্জার্সের নিকোলাস পুরান, ট্রেন্ট রকেটসের রোভম্যান পাওয়েল ও সাউদার্ন ব্রেভের কাইরন পোলার্ড। পাঁচজনেরই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে বিস্ফোরক ব্যাটসম্যান হিসেবে নামডাক থাকলেও পুরান, পাওয়েল ও পোলার্ড কখনো টেস্ট খেলেননি। সেই ২০১০ সালে রাসেলের অভিষেক টেস্টটাই হয়ে আছে সর্বশেষ। আর হেটমায়ার ১৬ টেস্টের সর্বশেষটি খেলেছেন ২০১৯ সালে।

দীর্ঘকাল ধরে বলা হচ্ছে, অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড (সিডব্লুআই) তারকা খেলোয়াড়দের ঠিকমতো বেতন-ভাতা দিতে পারে না বলেই তাঁরা টেস্টের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু রাসেল মনে করেন, ক্যারিবীয় ক্রিকেটারদের প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারকে দীর্ঘায়িত না করার পেছনে অন্যান্য বিষয়গুলোও বিবেচনা করে দেখা উচিত।

তিন দিবসীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট রাজনগরের ডাকবাংলা মাঠে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রাজনগরের ডাকবাংলা মাঠে রাজনগর ফুটবল একাডেমির পরিচালনায় তিন দিবসীয় ‘স্বর্গীয় সারথি বাগদি ও স্বর্গীয় গৌরহরি গড়াই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের’ শুভসূচনা হয় শনিবার। বীরভূম, বর্ধমান ও ঝাড়খণ্ডের মোট ১৬ টি দল এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছে। ফিতে কেটে এদিন টুর্নামেন্টের সূচনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী নিশীথ গড়াই ও ফুটবল একাডেমির সভাপতি তথা রাজনগর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপ-প্রধান গাফফার খান। সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট খেলোয়াড় কাজী ফিরোজ, সেখ আবু বক্কর, সমাজসেবী সেখ মন্টু। ফুটবল একাডেমির তরফে উপস্থিত ছিলেন কাজী গোলাম মর্তুজা, কাজী দোয়েল প্রমুখ। উদ্বোধনী খেলাটি শুরু হয় ‘হ্যাপী ইলেভেন নতুনগ্রাম’ বনাম ‘আকাশ একাদশ বাস্তবপুর’ এর মধ্যে। এদিনের খেলায় আকাশ একাদশ বাস্তবপুর ১-০ গোলে জয়ী হয়। খেলাগুলি পরিচালনা করছেন কাজী নাজিম, কাজী ময়না, সুমন সিংহ, সেখ ইনজামাম ও সেখ মাসুদ। আগামী সোমবার এই টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানা যায়।উল্লেখ্য আধুনিক প্রজন্মের যুবসমাজের কাছে মোবাইলের দাপটে গ্রাম বাংলা থেকে লুপ্তপ্রায় ফুটবল খেলা। সেই খেলার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং নতুন নতুন খেলোয়াড় তৈরির মনমানসিকতা নিয়ে রাজনগর ফুটবল একাডেমির পথচলা বলে উদ্যোক্তাদের মধ্যে থেকে জানানো হয়।

রোমাঞ্চকর টাইয়ে শেষ হল ভারত ও শ্রীলঙ্কার ম্যাচ

আপনজন ডেস্ক: চোটজর্জর দল নিয়েও একের পর এক রোমাঞ্চকর ম্যাচ উপহার দিয়ে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কা। ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে সুপার ওভারে নিয়ে হেরেছে দলটি। আজ কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচ টাই হয়েছে। নখ কামড়ানোর ম্যাচটিতে আগে ব্যাট করা শ্রীলঙ্কা ওপেনার পাতুম নিশাঙ্কা (৫৬) ও দুনিত ভেল্লালাগের (৬৭) ফিফটিতে ৮ উইকেটে ২৩০ রান করে। জবাবে পাওয়ারপ্লেতে বিনা উইকেটে ৭১ রান তুলে ফেললেও শেষ পর্যন্ত লঙ্কান স্পিনারদের সামনে তালগোল পাকিয়ে ৪৭.৫ ওভারে ২৩০ রানে অলআউট হয় ভারত। শ্রীলঙ্কার তিন স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (৩ উইকেট), চারিত আসালাঙ্কা (৩ উইকেট) ও দুনিত ভেল্লালাগে (২ উইকেট) মিলে ৮ উইকেট নিয়েছেন।

রান তাড়ায় অধিনায়ক রোহিত শর্মার বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে পাওয়ারপ্লেতেই ৭১ রান তোলে ভারত। কিন্তু পাওয়ারপ্লের পর ১২ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে তারা। এর মধ্যে দুই ওপেনার রোহিত শর্মা ও শুবমান গিলও ছিলেন। রোহিতের ৫৮ রান এসেছে ৪৭ বলে, ৭টি চার ৩টি ছক্কা ছিল তাঁর ইনিংসে। বিরাট কোহলি (২৪) ও শ্রেয়াস আইয়ার (২৩) সে পরিস্থিতি কিছুটা সামলে নেন। কিন্তু ২৪ ও ২৫তম ওভারে ওই দুজনই আউট হলে চাপে পড়ে ভারত। অক্ষর প্যাটেলকে নিয়ে লোকেশ রাহুলের ৯২ বলে ৫৭ রানের জুটিতে ভারত ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু হাসারাঙ্গা ও আসালাঙ্কার স্পিন ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ৪০তম ওভারে ৩১ রান করা রাহুলকে আউট করে লোয়ার অর্ডারের দুয়ার খুলে দেন হাসারাঙ্গা। পরের ওভারে আসালাঙ্কার বলে থামে ৩৩ রান করা অক্ষরের ইনিংস। ৪৫তম ওভারে কুলদীপ যাদবকে আউট করে শ্রীলঙ্কার জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলেন হাসারাঙ্গা। ভারত তখন তাকিয়ে ছিল শিবম দুবের দিকে। ৮ উইকেট পতনের পরও তিনি ২৪ বলে ২৫ রান যোগ করে ভারতকে প্রায় জিতিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ৪৮তম ওভারে জয়ের জন্য যখন মাত্র ১ রান দরকার, তখন আসালাঙ্কার বলে থামে দুবের ইনিংস। পরের বলে সদ্য ক্রিজে আসা অর্শদীপ সিং স্লগ সুইপ খেলতে গিয়ে এলবিডব্লুর ফাঁদে পড়লে ২৩০ রানেই থাকে ভারতের ইনিংস। ওদিকে নিশ্চিত হারের ম্যাচ টাইয়ে শেষ করতে পারায় বুনো উদ্‌যাপনে মাতেন লঙ্কান ক্রিকেটাররা। শ্রীলঙ্কার ইনিংসের শুরুতে একাই লড়াই করেছেন ফর্মে থাকা ওপেনার পাতুম নিশাঙ্কা। মোহাম্মদ সিরাজের করা ইনিংসের তৃতীয় ওভারে আরেক ওপেনার অভিষ্কা ফার্নান্ডো দলীয় ৭ রানের সময় আউট হন। কুশল মেন্ডিস (১৪), সাদিরা সামারাবিক্রমা (৮) জুটি গড়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অধিনায়ক চারিত আসালাঙ্কা মাঝের ওভারে শ্রীলঙ্কাকে বিপদমুক্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনিও ১৪ রানের বেশি করতে পারেননি।

একের পর এক উইকেট পতনের মধ্যেও নিশাঙ্কা ফিফটি করে শ্রীলঙ্কার রান বাড়াতে থাকেন। কিন্তু ওয়াশিংটন সুন্দরের করা ২৭তম ওভারে নিশাঙ্কা এলবিডব্লুর ফাঁদে পড়েন। শ্রীলঙ্কার রান তখন ৫ ওভারে ১০১। সেখান থেকে লড়াই শুরু তরুণ অলরাউন্ডার দুনিত ভেল্লালাগের। প্রথমে জেনিত লিয়ানাগের (২০) সঙ্গে ৪১ রান যোগ করেন তিনি। এরপর ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (২৪) ও আকিলা ধনাঞ্জয়ার (১৭) সঙ্গে জুটি গড়েন শ্রীলঙ্কার রান দুই শর ওপারে নিয়ে যান। ভেল্লালাগে শেষ পর্যন্ত ৬৫ বল ৬৭ রানে অপরাজিত ছিলেন। ভারতের অর্শদীপ সিং ও অক্ষর প্যাটেল ২টি করে উইকেট নিয়েছেন।

রেকর্ড গড়ে উগান্ডাকে সোনা চেপতেগেইয়ের

আপনজন ডেস্ক: ইথিওপিয়া দলের সব কৌশল ভন্ডুল করে দিয়ে ছেলেদের অ্যাথলেটিকসে ১০ হাজার মিটার ইভেন্টে সোনার পদক জিতছেন উগান্ডার জোশুয়া চেপতেগেই। স্তাদে দে ফ্রান্সে গতকাল রাতে চেপতেগেই ২৬ মিনিট ৪৩.১৪ সেকেন্ডে ফিনিশ লাইন ছুঁয়ে অলিম্পিক রেকর্ডও গড়েছেন। আগের রেকর্ড ছিল ইথিওপিয়ার কেনেনিসা বেকেলের; ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিকে এই ইভেন্টে দৌড় শেষ করতে ২৭ মিনিট ১.১৭ সেকেন্ড সময় নিয়েছিলেন তিনি।

ছেলেদের অ্যাথলেটিকসে ১০,০০০ মিটার ইভেন্টে বিশ্ব রেকর্ডটা (২৬ মিনিট ১১ সেকেন্ড) চেপতেগেইরই। এবার অলিম্পিক রেকর্ডও গড়লেন। তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এই দৌড়বিদ ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে রুপা জিতেছিলেন। এবার অলিম্পিক রেকর্ডের সঙ্গে সোনা জয়ের আক্ষেপও ঘোচালেন। প্যারিস অলিম্পিকে এটাই উগান্ডার প্রথম পদক। ২৬ মিনিট ৪৩.৪৪ সেকেন্ড সময় নিয়ে কাল এই ইভেন্টে রুপা জিতেছেন ইথিওপিয়ার বেরিহু আরেগায়ি। তাঁর চেয়ে মাত্র ০.০২ সেকেন্ড পর ফিনিশ লাইন স্পর্শ করে ব্রোঞ্জ জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রান্ট ফিশার। উগান্ডাকে সোনার পদক এনে দেওয়ার পর ২৭ বছর বয়সী চেপতেগেই জানিয়েছেন, বেইজিংয়ে বেকেলেকে রেকর্ড গড়তে দেখেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন তিনি, ‘তরুণেরা জীবনে যা অর্জন করতে চায়, তা অর্জন করাই তাদের স্বপ্ন। ১৬ বছর আগে বেইজিংয়ে গ্রেট কেনেনিসা বেকেলেকে জিততে দেখেছি। তখন থেকেই এটা আমার হৃদয়ে লালন করেছি। আমি বলেছিলাম, কোনো না কোনো দিন আমি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হব।’

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque. Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016. Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**